NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৫ ইছামতীর বক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জনের ফ্ল্যাগ মিটিং

সরকারি তহবিলের টাকায় দীপাবলির উপহার নয় ৭

কলকাতা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ৮ আশ্বিন ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ১০৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.09.2025, Vol.19, Issue No. 106, 8 Pages, Price 3.00

জলমগ্ন কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের বলি ৮

দায় সিইএসসির, ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৭৮ সালের পর রেকর্ড বৃষ্টি শহর কলকাতায়। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন। খোলা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একে একে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৮ জন। এই পরিসংখ্যানও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আর এই মৃত্যুর দায় সিইএসসি-র উপর চাপালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি জানান, 'এর দায় সিইএসসি-কেই নিতে হবে। এখনই তাঁরা জরুরিভিত্তিতে কর্মীদের নামিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুক।'

মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি দাবি করেন, সিইএসসি-র উদাসীনতার বলি এই ৮ জন। সিইএসসি-র উচিত, মৃতদের পরিবারের একজনের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া। রীতিমতো ক্ষোভের সুরে তাঁর অভিযোগ, 'এখানে তারা ব্যবসা করছে আর আধুনিকীকরণের কাজ করছে না। বলতে বলতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে।'

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে এবং প্রতিটি পরিবারে একজনের চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। একই সঙ্গে ক্ষতিপূরণের দায়িত্বও সিইএসসি-কে নিতে হবে বলে স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। তিনি সরাসরি সিইএসসি কর্তা সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ফোন করেন। শহরে খোলা বিদ্যুতের তারগুলির যত্নের কথা বলেন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবার পিছু অন্তত ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথাও বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মৃত্যুর কোনও ক্ষতিপূরণ হয় না, জীবনের বিকল্প নেই। তবুও আমরা পরিবারগুলির পাশে থাকব।'

সিইএসসি-র ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না। সিইএসসি কর্তাদের অবিলম্বে মাঠে নেমে কাজ করতে হবে। বিদ্যুতের তার ও ট্রান্সফরমারগুলি দ্রুত মেরামত করতে হবে, যাতে আর কোনও বিপদ না ঘটে।'

যদিও সিইএসসি-র তরফে জানানো হয়েছে, বাড়ির ব্যক্তিগত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গলদের কারণেই মৃত্যু হয়েছে। সিইএসসি পাল্টা দাবি করল, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, তার মধ্যে অধিকাংশই হয়েছে বাড়ির ব্যক্তিগত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গলদের কারণে। সিইএসসি-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (ডিস্ট্রিবিউশন) অভিজিৎ ঘোষ জানান, 'আমাদের কাছে আট জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। তার মধ্যে পাঁচটি মৃত্যু ঘটেছে বাড়ির ব্যক্তিগত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থেকে তড়িদাহত হয়ে। একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সিগন্যাল বক্স থেকে তড়িদাহত হয়ে। দুটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে রাস্তার পাশের আলোকস্তম্ভ থেকে তড়িদাহত হয়ে।'

> **আকস্মিক দুর্যোগের আক্রমণে বিপর্যস্ত কলকাতা শহরের ও লাগোয়া কিছু এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আমাদের সহকর্মীরা ও আধিকারিকরা সর্বত্র চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ডিভিসির একতরফা জল ছাড়ায় রাজ্য এমনিতেই প্লাবিত ছিল, নদী, খাল সব টইটম্বুর ছিল।**
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি শহরবাসীকেও আবহাওয়া নিয়ে সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, খুব দরকার না হলে বাড়ি থেকে বেরবেন না। বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছে অনুরোধ, আজ কর্মীদের ছুটি কাটবেন না। মানবিকভাবে বিষয়টি বিবেচনা করুন।' সেইসঙ্গে প্রয়োজনে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করার কথাও বললেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রীর সাবধানবাণী, 'ঝুঁকি নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরবেন না।'

মঙ্গলবার মহাত্মা গান্ধি রোডে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

চার দশকের রেকর্ড বৃষ্টিতে মহানগরে মহাপ্লাবন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টিতে জলরুদ্ধ কল্লোলিনী কলকাতা! বানভাসি শহরে জনজীবন প্রায় স্তব্ধ। কলকাতার ছোট-বড় বহু রাস্তার কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমরজল। ব্যাহত হয়েছে অটো, টোটো, বাস থেকে শুরু করে মেট্রো এবং রেল পরিষেবা। ব্যাপক যানজট তৈরি হয়েছে শহরের মূল রাস্তায়। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই নাকাল হতে হচ্ছে শহরবাসীকে।

এদিকে সোমবার রাতে কার্যত মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে কলকাতা শহরে। চার দশকের রেকর্ড ভেঙে হয়েছে বৃষ্টি। রাস্তা, রেল লাইন সবই জলের তলায়। স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল সর্বত্রই ঢুকেছে জল। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এমন যে জল বের করতে গেলে, সেই জল আবার ফিরে আসছে। ফলে জল নিষ্কাশন করা বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে।

সোমবারের রাতের প্রবল বৃষ্টি আর নিম্নচাপের দাপটে কার্যত অচল শহর কলকাতা। একেবারে যেন 'মেঘ ভাঙা বৃষ্টি' হয়েছে কল্লোলিনী তিলোত্তমায়। কোথাও জমেছে হাঁটু জল। কোথাও সেই জল ছাড়িয়েছে বুক পর্যন্ত। আর এই বৃষ্টির জেরে হঠাত-ই যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে শহরের দৈনন্দিন জীবনযাপন। সড়ক পথে এগোনো প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় মঙ্গলবার সকালে। কারণ, সড়ক পথে থমকে গিয়েছে বাস, ট্রেন। আর ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে যাঁরা বেরিয়েছিলেন সেই সব গাড়ির মধ্যে অনেকেরই গাড়ি মাঝ রাস্তায় খারাপ হয়।

সোমবার মধ্যরাত থেকে প্রবল বৃষ্টির কারণে জল জমে গিয়েছে কলকাতার বেশিরভাগ জায়গায়। কলকাতায় কোথাও কোথাও ২ থেকে ৩ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ২০০ মিলিমিটারেরও বেশি। একই সঙ্গে ফুঁসছে গঙ্গাও। এদিকে লক গেট খুললে জল ঢুকছে কলকাতাতেই, দুপুরে বলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ফলে, সকাল ৯টা পর্যন্ত যা জল জমেছে কলকাতায় তা সম্পূর্ণ বের করতে ৭-৮ ঘণ্টার বেশি লেগে যেতে পারে বলেই আশঙ্কা করেন পুরো আধিকারিকেরা। যদিও বেলা গড়িয়ে গেলেও পরিস্থিতির খুব একটা কিছু পরিবর্তন হয়নি।

পুজোর আগে এই প্রবল বৃষ্টিতে মার খেয়েছে বিকিকিনিও। সাধারণ বাজার, দোকান খোলেনি বেশিরভাগ এলাকাতেই। অনেক ব্যবসায়ী টাটকা সবজি ট্রেনে করে কলকাতায় নিয়ে আসেন বিক্রি করতে। ট্রেন থমকে যাওয়ায় সেই ব্যবসায়ীরাও ক্ষতির মুখে। জলের কারণে থমকে গিয়েছে ই-কমার্স থেকে ক্যুইক কমার্স। ফ্লিপকার্ট ও অ্যামাজনে এই মুহূর্তে চলছে বিরাট সেল। আর সেই কারণেই পুজোর আগে ডেলিভারি পার্সনদের প্রায় দম ফেলার সময় নেই। একাধিক জায়গা জলমগ্ন হওয়ায় সেই সব জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে পার্সেল পৌঁছে দিতে সমস্যায় পড়তে পারেন তাঁরা।

এ দিকে, ক্যুইক কমার্সে সঙ্গ যুক্ত ডেলিভারি পার্সনরাও খুবই সমস্যায় পড়েন। একাধিক ফুড ডেলিভারি অ্যাপ বা ক্যুইক কমার্স অ্যাপের মাধ্যমে খাবার, ওষুধ বা কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস অর্ডার দিলে তা পৌঁছতে প্রচণ্ড সমস্যায় পড়ছেন ডেলিভারি পার্সনরা। কারণ, একাধিক রাস্তায় যে পরিমাণ জল জমে তাতে সেই সব রাস্তায় বাইক নিয়ে ঢুকতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। কারণ, জল ঢুকে বাইকের ইঞ্জিন বিকল হলে আরও বড় সমস্যায় পড়বেন তাঁরা।

অফিস পাড়াতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। হাওয়া অফিসের খবর পাওয়া মাত্রই অনেক সংস্থা তাদের কর্মীদের সাবধান করে দিয়েছে। অনেক সংস্থা মেল করে জানিয়েছে বাড়ি থেকে কাজে করতে। এই প্রবল বৃষ্টিতে জল জমে কলেজ স্ট্রিট এলাকাতেও। একাধিক জায়গায় বুক সমান জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ফলে, স্থানীয় বই ব্যবসায়ীরাও পড়েছেন ক্ষতির মুখে।

এদিকে, এদিন সকালে যাঁরা রাস্তায় বের হন, তাঁরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন। একদিকে রেল পরিষেবা ব্যাহত, অন্যদিকে মেট্রো পরিষেবাতেও দেখা দেয় সমস্যা। এরপরও যাঁরা এদিন সকাল সকাল বিধাননগর বা অন্য স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তাঁদের অফিসে পৌঁছতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, করুণাময়ীতে জল এত বেশি ছিল যে বাসের দেখা পাওয়া যায়নি। চলেনি অটোও। আর সেই কারণে ম্যাটাডোর, ভ্যান গাড়ি ভাড়া করে যেতে দেখা যায় যাত্রীদের।

কোথায় কত বৃষ্টি হয়েছে

মানিকতলায় ১৮৮ মিলিমিটার, দত্তবাগানে ১৯৪ মিলিমিটার, বীরপাড়ায় ১৫৩ মিলিমিটার, মার্কাস স্কোয়ারে ১৩৭ মিলিমিটার, বেলগাছিয়ায় ১৮৪ মিলিমিটার, ধাপায় ২২১ মিলিমিটার, তপসিয়ায় ২৮৪ মিলিমিটার, উল্টোডাঙায় ২২১ মিলিমিটার, কামডহরিতে ৩৪০ মিলিমিটার, পামার বাজারে ২৩৯ মিলিমিটার, ঠনঠনিয়ায় ১৯৫ মিলিমিটার, কুলিয়া ট্যাংরায় ২০২ মিলিমিটার, চিংড়িঘাটায় ২৪৪ মিলিমিটার, বালিগঞ্জে ২৭৯ মিলিমিটার, মোমিনপুরে ২৫৮ মিলিমিটার, চেতলায় ২৮০ মিলিমিটার, যোধপুর পার্কে ২৯০ মিলিমিটার, কালীঘাটে ২৯৭ মিলিমিটার, পাগলাডাঙায় ২০৭.৪ মিলিমিটার, ট্রিচিং গ্রাউন্ডে ১৪৩.৩ মিলিমিটার, ধানখেতি খালে ১৭২ মিলিমিটার, জোকা ডিপিএসে ১০৮ মিলিমিটার, বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে ১৮২.৮ মিলিমিটার

'ব্যর্থতা নয়, এটা অপরাধ', শুভেন্দুর নিশানায় মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা রাতভর বর্ষণের পর মঙ্গলবার সকালেই কলকাতা ও সল্টলেক রূপ নিল জলমগ্ন শহরে। রাস্তায় জমা জলে ভেসে উঠল মৃতদেহ। এই ভয়াবহ দৃশ্য ঘিরে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'এক রাতের বৃষ্টিতেই যদি কলকাতা, সল্টলেক জলে ডুবে যায়, তাহলে শহরবাসীর দুর্দশার দায় নেবে কে? আজকের দিনে যখন প্রযুক্তি এত উন্নত, আগে থেকেই জানা যায় কখন বৃষ্টি হবে আর কতটা বৃষ্টি হবে, তখনও কলকাতা ও বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রদের অদক্ষতা ও উদাসীনতার খেসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, পুরনিগমগুলি পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি। বছরের পর বছর একই ছবি দেখা যাচ্ছে।

তিনি আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'বিদ্যুৎ দপ্তরের দোষ একেবারে মারাত্মক। খোলা তারে বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এর ফলেই এখন পর্যন্ত সাতজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এটা ব্যর্থতা নয়, এটা অপরাধ। দোষ কার তা নির্ধারণ করে উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।' অবিরাম দুর্যোগের মধ্যেই বিরোধী দলনেতার প্রশ্ন, 'কত দিন চলবে এই অরাজকতা? বছরের পর বছর অব্যবস্থাপনায় মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। শহরবাসীর দুর্ভোগের শেষ কোথায়?'

পাশাপাশি, কলকাতায় প্লাবনের জন্য সম্পূর্ণ দায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপরই বর্তালেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নকশা করা ব্যর্থ শাসনকালের ফলাফল এই জলমগ্ন অবস্থা। তৃণমূল নেত্রীর সাম্প্রতিক বৃষ্টিকে 'হঠাৎ' আখ্যায়িত করার কথা বলাই স্বীকারোক্তি, দুর্যোগ মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার।

শুভেন্দু বলেন, এই পরিস্থিতি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি নেতৃত্বের ব্যর্থতা। সতর্কবার্তা জনসমক্ষে ছিল, তবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও প্রাকৃতিক প্রস্তুতি বা প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বরং, দোষ চাপানো হয়েছে সিইএসসি-এর উপর এবং আশ্চর্যজনকভাবে দাবি করা হয়েছে, 'জল এসেছে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উত্তরপ্রদেশ থেকে।'

তৎপর প্রশাসন, স্কুল-কলেজ ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্বাভাবিক মেঘভাঙা বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা। সোমবার রাতভর আকস্মিক প্রবল বর্ষণে শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। এই পরিস্থিতিকে 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক' বলে অভিহিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ডিভিসি-র একতরফা জলছাড়া ও ফারাক্কা ব্যারেজে ড্রেজিং না হওয়ায় আগেই পরিস্থিতি জটিল ছিল। তার মধ্যে এই আকস্মিক অস্বাভাবিক বৃষ্টি বিপর্যয়কে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তিনি নিজে মুখ্যসচিব ও কলকাতার মেয়রের মাধ্যমে পরিস্থিতির ওপর নিয়মিত নজর রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। পরে অবশ্য ডিভিসি সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, 'ডিভিসির জল কলকাতায় যায় না। আমতা হয়ে গঙ্গায় মিশে যায়। কলকাতার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।'

এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর কলকাতার সমস্ত সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঙ্গল ও বুধবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি অফিস দু'দিন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করবে। শহরের বেসরকারি দপ্তরগুলিকেও একই ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'মানুষের জীবন সবার আগে। কাজকর্ম পরে হবে, কিন্তু বিপদের মুখে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।'

অশনি-আভাস, ভাসবে পুজোও

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয়ায় প্রবল বৃষ্টিতে ব্যাহত জনজীবন। তৃতীয়াতেও চলবে বৃষ্টি কারণ চতুর্থী অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গোপসাগরে আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। তারই জেরে পঞ্চমীতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৬ সেপ্টেম্বর নিম্নচাপটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। যার ফলে দক্ষিণবঙ্গে প্রবল ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ওড়িশা-উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর নাগাদ এটি দক্ষিণ ওড়িশা-উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি-সহ বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় সেটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূলের উপর অবস্থান করছিল। তা ছাড়া একই সময়ে ওই এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় সেটার স্থান পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই দুইয়ের জেরেই রাতভর কলকাতায় এত প্রবল বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। সাধারণত ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি হলে তাকে মেঘভাঙা বৃষ্টি বলা হয়।

সম্মানিত বাদশা-রানি

দীর্ঘ ৩৩ বছরের অভিনয়জীবনে এই প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেলেন শাহরুখ। মঙ্গলবারই পোল্যান্ডে 'কিং'-এর কাজ মাঝপথে থামিয়ে জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য দিল্লিতে উড়ে আসেন বাদশা। ৭১তম জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠানের আসরে মেজাজেই ছিলেন 'বাদশা' শাহরুখ। পয়লা অগস্টেই চলতিবারের জাতীয় পুরস্কার জয়ীদের তালিকা প্রকাশ্যে এসেছিল। মঙ্গলবার দিল্লির বিজ্ঞানভবনে বিজয়ীদের হাতে জাতীয় সম্মানের স্মারক তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি। সেরা অভিনেতা হিসেবে 'টুয়েলভথ ফেল'-এর জন্য যৌথভাবে পুরস্কৃত হলেন বিক্রান্ত মাসিও। 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে' ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পেলেন রানি মুখোপাধ্যায়ও।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০১/০৯/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Kumar Das S/o. Late Banshidhar Das, R/o. 55 Khan Road Mankundu, Mankundu, Bhadreswar, Hooghly-712139, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাধ্যমিক এ্যাডমিট কার্ড, আমার পিতার ডেথ সার্টিফিকেট (Regn. No. DH-214/2014, Dt. 15/02/2012), ও তাহার Legal Heir's (Ref. No. 261/Deb/13-14), আমার পিতার সঠিক নাম Banshidhar Das- এর পরিবর্তে Bansi Dhar Das লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পিতা Banshidhar Das ও Bansi Dhar Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

সংশোধনী

গত ইং ২৮.০১.২০২৫ তারিখের শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ২ পাতার ৩ নং কলামের ৩ নং বিজ্ঞাপনের ১৫ ও ১৬ নং লাইনে **"I-9047/2024"** এর পরিবর্তে **"164"** পড়িতে হইবে।

নাম-পদবী

গত ২২/০৯/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩৫৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Arvind Lal Srivastav S/o. Mohan Lal Srivastav ও Arvinda Srivastav S/o. M. L. Srivastav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি শুভংকরী সরকার, স্বামী- সুকুমার সরকার, সাং আইশতলা, থানা- রানাঘাট, নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর-১ ব্লকের ১২৬ নং আসাননগর মৌজায় ২৫০৬নং খতিয়ানে ও ১৩০৬ নং দাগের জমির (২) রেকর্ডে আমার ও স্বামীর নাম শুভঙ্করী দাস, স্বামী সুকান্ত হইয়াছে। ০১.০৯.২০২৫ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৯২৭৬৯ নং এফিডেভিট বলে শুভংকরী সরকার, স্বামী সুকুমার সরকার ও শুভঙ্করী দাস, স্বামী সুকান্ত একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি মিতা সরকার রায়, স্বামী আশীষ সরকার, সাং খিদিরপুর পূর্বপাড়া, পোঃ বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা নদীয়া, আমার মাধ্যমিকের এ্যাডমিট কার্ডে, ভোটার কার্ডে ও প্যান কার্ডে নাম মিতা রায় হইয়াছে। ১০.০৯.২০২৫ তারিখের বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ৩৮৪ নং এফিডেভিট বলে মিতা সরকার রায় ও মিতা রায় একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিজয় কুমার চন্দ, পিতা মৃত নিখিল চন্দ, সাং- বিষ্ণুপুর, পো:- নদীয়া বিষ্ণুপুর, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- নদীয়া, বিগত ইং 09.09.2025 তারিখে নবদ্বীপ ADSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 3009 নং কোবলা দলিল মূলে জেলা নদীয়া, ব্লক নবদ্বীপ,মৌজা 25 নং পানশীলা, আর.এস ও এল.আর 1297 নং দাগে 23612 নং খতিয়ান হইতে 4.62 শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন, (মিউটেশন কেশ নম্বর MN/2025/1311/11795), যাহা রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার মুক্তিশ্বর ভদ্র, পিতা কালিপদ ভদ্র, সাং- গৌরনগর, পো:- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, বিগত ইং 22-05-2018 তারিখে কৃষ্ণনগর DSR অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 127 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে তপন কুমার বিশ্বাস পিতা মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, সাং+পো:- উসিদপুর, থানা- কোতোয়ালী কে ক্ষমতা যুক্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোনরকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ব্লকের মহেশগঞ্জ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা-হুগলী চন্দননগরস্থিত অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
P. MISC APPEAL. ১৬/২০২০
চয়ন চক্রবর্তী
বনাম
রঞ্জিত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্য

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী চয়ন চক্রবর্তী** জেলা-হুগলী অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে P.MISC APPEAL. ১৬/২০২০, মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উপরিউক্ত মোকর্দ্দমায় বিবাদী **শ্রী প্রীতম চ্যাটার্জ্জী** আদালতের নোটীশ পাওয়া তক আদালতে হাজির হইতেছেন না উপরিউক্ত কারনে বারবার আদালতে দরখাস্ত করা সত্ত্বেও বিবাদী **শ্রী প্রীতম চ্যাটার্জ্জী** আদালতে হাজির হইতেছেন না সেইহেতু সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন মারফৎ জানানো যাইতেছে এই বিজ্ঞাপন কাগজে বাহির হইবার ৩০ দিনের মধ্যে চন্দননগরস্থিত অতিরিক্ত জেলা আদালতে হাজির হইয়া মোকর্দ্দমার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন নচেৎ আপনার বিরুদ্ধে আদালতে একতরফা শুনানী হইবে।

Priyanka Singh Mandal (Advocate)
আদেশানুসারে
Nilima Chatterjee(Sheristadar)
Additional District & Sessions Judge Chandernagore, 15/7/25

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী চুঁচুড়া
২০২৪ সালের ১৬ নম্বর
অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী:-শ্রী ইন্দ্রনীল বন্দোপাধ্যায় ওরফে ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী, সাং – "আশীর্বাদ" বড়বাজার, পোঃ – চুঁচুড়া, থানা – চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০১।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা হুগলীর চুঁচুড়া থানার অধীন বড়বাজার নিবাসী অধুনামৃত **বীথি ব্যানার্জী** গত ইংরাজী ০৭/০৬/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করায়, তাহার ত্যক্ত উইল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত উক্ত দরখাস্তকারী প্রবেট সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা তাহার ভারপ্রাপ্ত এ্যাডভোকেট বাবু দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে প্রবেট সার্টিফিকেট মঞ্জুর হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়ার অধীন হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত ২১ নং ওয়ার্ডের, বড়বাজার মহল্ল্যাস্থিত, ১১৬/১১৪/১১ ডি নং হোল্ডিংভুক্ত, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, চুঁচুড়া মৌজাস্থিত এল.আর. ১৬৪২/২ এবং ৪৫৫৭/১ নং খতিয়ানভুক্ত, এল.আর. ৬১৪০ দাগে, বাস্তু .০৪২ একর সম্পত্তি মায় তদুপরিস্থিত পাকা দ্বিতল বসবাসের গৃহাদি যাহার নাম " আশীর্বাদ" হইতেছে।

দরখাস্তকারী পক্ষে
বিপ্লব দে (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী, সদর চুঁচুড়া,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত। ২২/০৭/২০২৫

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ৭ ই আশ্বিন। বুধবার। শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গোৎসব শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরীয় বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ শারদীয়া দুর্গোৎসব শুক্লা তৃতীয়া তিথি।
শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শহীদ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়া-আমদাবাদ স্টেশনে উবেরের নতুন অংশীদারিত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের প্রধান রেলওয়ে স্টেশনগুলির সঙ্গে অনলাইন ক্যাব পরিষেবা উবেরের অংশীদারিত্ব নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। এবার হাওড়া ও আমদাবাদ স্টেশনে উবেরের মাধ্যমে যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ ও নিরবিচ্ছিন্ন হবে। সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী, এটি নগর পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার পাশাপাশি রেল স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্যোগ।

উবেরের একজন কর্তা জানিয়েছেন, 'প্রধান গণপরিবহণ কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তি সংযোগ করে একটি বহুমুখী পরিবহণ ইকোসিস্টেম তৈরি করা হবে। এতে শহরজুড়ে যাত্রীরা দ্রুত, নিরাপদ ও সহজ যাতায়াতের সুযোগ পাবেন।' হাওড়া স্টেশন প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ যাত্রীকে সেবা দেয়, আর আহমেদাবাদ স্টেশন বর্তমানে ১.২ লাখ যাত্রীর চলাচল পরিচালনা করে। আগামী দিনে এই সংখ্যা ৩ লাখ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি

উবেরের পরিষেবা স্টেশনের ডেডিকেটেড পার্কিং এলাকা থেকে সরাসরি সংযোগ করবে, যা যাত্রী এবং চালক উভয়ের জন্যই সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শিয়ালদহ থেকে নিউটাউন পর্যন্ত চালু হওয়া উবের শাটেল বাস পরিষেবা নগরের অস্থায়ী মেট্রো সাসপেনশনের সময় যাত্রী সমস্যার সমাধান করেছে। ভারতীয় রেলওয়ে ও উবেরের এই সহযোগিতা মূলত যাত্রী অভিজ্ঞতা উন্নয়ন, নগর গতিশীলতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতকরণকে লক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছে। এতে রেল স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের যাতায়াত আরও সুষ্ঠু ও সুবিধাজনক হবে।

আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে পদার্পণ ২ কোটি মানুষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দু'মাসের মধ্যেই রেকর্ড গড়ল রাজ্য সরকারের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ অগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে চালু হওয়া এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই আয়োজিত হয়েছে ২৬ হাজারের বেশি শিবির। আজ পর্যন্ত ওই শিবিরগুলিতে পদার্পণ করেছেন ২ কোটি ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার মানুষ। নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলার কথা থাকলেও, মানুষের সাড়া দেখে প্রয়োজনে শিবিরের সংখ্যা ও সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর।

সরকারি পরিষেবা প্রদানের পদ্ধতিতে ভিন্ন ধারনা তৈরি করতেই এই কর্মসূচি শুরু করেছে রাজ্য। মূল ভাবনা; বুথস্তরে সাধারণ মানুষ সরাসরি তাঁদের সমস্যার কথা জানাবেন প্রশাসনকে। প্রতিটি বুথের ছোটখাটো সমস্যা চিহ্নিত করে সেই বুথে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ফলে পাড়ার স্তরেই সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৮০ হাজার বুথের এক-চতুর্থাংশে শিবির সম্পন্ন হয়েছে। শুধু সমস্যা শোনাই নয়, সমাধানের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। যেসব বুথের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খরচ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রয়েছে, সেখানে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে টাকা পাঠানো শুরু করেছে রাজ্য। সরকারি হিসেবে, গোটা কর্মসূচির জন্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা।

প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, 'সরকার চাইছে ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যে চিহ্নিত সমস্যাগুলির কাজ শেষ করতে। সেই মতোই জেলাভিত্তিক টাকা বরাদ্দের প্রক্রিয়া এগোচ্ছে।' সরকারি আধিকারিকদের দাবি, ১০ লক্ষ টাকা অঙ্কে হয়তো বড় কোনও প্রকল্প করা সম্ভব নয়, কিন্তু বুথস্তরে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে এটি যথেষ্ট কার্যকর। গ্রামে ছোট সেতু নির্মাণ বা সংস্কার, রাস্তা মেরামত, টিউবওয়েল বসানো বা নতুন রাস্তা তৈরির মতো কাজ করা যাচ্ছে এই টাকায়। প্রতিটি শিবিরে উপস্থিত থাকছেন সরকারি আধিকারিকরা। মানুষের সমস্যার কথা শোনার পর তাঁরা শংসাপত্র দিচ্ছেন, যা প্রকল্পে সরকারি সিলমোহর হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

প্রশাসনের পাশাপাশি শাসক দলও সংগঠনগত ভাবে সক্রিয় রয়েছে এই কর্মসূচিতে। পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে তৃণমূলের আধিপত্য থাকায়, শিবিরে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়াতে সুবিধা হচ্ছে। বিধানসভা ভোটের আগে নবান্ন চায় এই বার্তা পৌঁছে দিতে যে, সরকার শুধু শোনাই নয়, সরাসরি মানুষের সমস্যার সমাধান করছে।

কৃত্রিম অঙ্গ শিবিরে ৫০ জন প্রয়োজনীয় মানুষের নতুন জীবন

কলকাতা: মহাবীর সেবা সদনের এমএসএস রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তাদের প্যালান প্রাঙ্গণে কৃত্রিম অঙ্গ শিবিরের আয়োজন করে। এই শিবিরে ৫০ জন উপকারভোগীকে বিনামূল্যে কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান করা হয়। সামাজিক সহযোগিতার মনোভাবকে সামনে রেখে আয়োজিত এই শিবিরে অস্কার ইক্যুইপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ছাত্রগোষ্ঠী কেলেইডোস্কোপ সহযোগিতা করে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল।

অস্কার ইক্যুইপমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালক বীর প্রকাশ জৈন জানান, সংস্থাটি ১৯৮৮ সাল থেকে মেক ইন ইন্ডিয়ার লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্গত এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মানুষদের নতুন জীবন দেওয়ার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

এই উদ্যোগ কেবল উপকারভোগীদের জীবনে নতুন আশা সৃষ্টি করেনি, সমাজে সহানুভূতি ও সহযোগিতারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বালিগঞ্জ ২১ পল্লির দুর্গোৎসবের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পাশে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, সভাপতি সুরেশ শেঠিয়া সহ অন্যান্যরা।

জলমগ্ন হাওড়ায় সতর্কবার্তা সিটি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত রাতব্যাপী টানা বৃষ্টির কারণে হাওড়ার অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। সিটি পুলিশের তরফে নাগরিকদের সতর্ক থাকার জন্য বিশেষ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, জরুরি প্রয়োজনে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হলে বিপদজনক গাছ বা বাঁধা এড়াতে ধীর গতিতে যানবাহন চালাতে হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে সৃষ্ট দুর্ঘটনা এড়াতে জলবদ্ধ রাস্তায় চলাচল করা যাবে না। এছাড়া, ল্যাম্প পোস্টে হাত না-দেওয়া এবং খোলা ইলেকট্রিক তার থাকলে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা অত্যন্ত জরুরি। হাওড়া সিটি পুলিশ জরুরি সহায়তার জন্য কন্ট্রোল রুম সচল রেখেছে। নাগরিকরা ১০০, ০৩৩-২৬৪১৫৬১৪ বা ০৩৩-২৬৩৭৪৭৬২ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

পুলিশ জানিয়েছে, শহরের জলবদ্ধ এলাকায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি উদ্ধার কার্যক্রমে সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।

পুলিশের এই সতর্কবার্তা নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ঝুঁকি কমাতে জরুরি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বৃষ্টিপাতের কারণে নগর এলাকায় জল জমার সময় সচেতনতা এবং প্রশাসনের তৎপরতা দুর্ঘটনা রোধে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

টিটাগড়ে রাস্তার জমা জলে দাঁড়িয়ে জাল ফেলে অভিনব প্রতীকী প্রতিবাদ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে শহর কলকাতা-সহ সল্টলেক ও শহরতলির বিস্তীর্ণ জলের তলায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ব্যারাকপুর ও টিটাগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জনজীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জলজমার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার সোচ্চার হলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। টিটাগড় পুরসভা সংলগ্ন এপি দেবী রোডে জাল ফেলে এবং নৌকো ছেড়ে অভিনব প্রতীকী প্রতিবাদ প্রদর্শন করল বিজেপি। এই অভিনব প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী।

বিক্ষোভে যোগ দিয়ে কৌস্তভ বাগচী বলেন, টিটাগড় ও ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজ জলের তলায়। রাস্তা নাকি পুকুর কিংবা নদী তা বোঝার উপায় নেই। যাতায়াতের জন্য টোটো, অটো, বাইক কিংবা সাইকেলের ওপর আর ভরসা করলে চলবে না। সবাইকে এখন বাড়িতে নৌকা রাখতে হবে। তাঁর কটাক্ষ, কাগজে এবার স্থানীয় বিধায়ক নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দিতে হবে। কারণ, ব্যারাকপুর ও টিটাগড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায়। অথচ বিধায়কের কোনও খোঁজ নেই। তাঁর অভিযোগ, ব্যারাকপুরের সাংসদ তো অভিনয় করতে ব্যস্ত। উনি মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বুঝবেন কি করে।

স্থানীয় পুরপ্রধানদের নিশানা করে তিনি বলেন, মানুষের দুর্ভোগ দূরীকরণে ওনাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তাই মানুষের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরতে তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছেন। যদিও জলজমা নিয়ে টিটাগড়ের পুরপ্রধান কমলেশ সাউয়ের সাফাই, সারারাত মুসুলধারে বৃষ্টি হয়েছে। জল তো জমবেই। কিন্তু জল অপসারনের জন্য একটু তো সময় দিতে হবে। তাঁর দাবি, টিটাগড়ে তেমন জল জমে না। টিটাগড়ে যেখানে জল জমতো, সেখানে বিধায়কের উদ্যোগে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে নিকাশি ড্রেন তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় হাওড়া (প্রাথমিক বিভাগ) আয়োজন করেছিল একটি আন্তঃ স্কুল ক্যুইজ কম্পিটিশন অনুসন্ধিৎসা ২০২৫- কৌতূহলের খোঁজে জ্ঞানযাত্রা। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল হাওড়া শহরের ১৩ টি খ্যাতনামা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বৃন্দ এছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়, ডা. সুজয় চক্রবর্তী- সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।

বর্ষণে প্লাবিত হাওড়া, জলবন্দি শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার ভোর থেকে টানা বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত হাওড়া শহরের জনজীবন। সকাল হতেই শিবপুর, শালিমার, ডুমুরজলা, কাসুন্দিয়া, ইছাপুর, কদমতলা, টিকিয়াপাড়া, দাসনগর ও রামরাজাতলা সহ দক্ষিণ, মধ্য, উত্তর ও শিবপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় জমেছে হাঁটু সমান জল। রাস্তায় চলাচল কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে, বহু পরিবার আটকে পড়েছেন বাড়িতেই।

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হাওড়ার ২৫টি ওয়ার্ড, ব্যাহত ট্রেন চলাচল, একাধিক মণ্ডপে ঢুকল জল বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালের এমার্জেন্সি পরিষেবাও বন্ধ। চিকিৎসা করাতে এসে রোগীরা ফিরে যাচ্ছেন। হাওড়া কর্পোরেশনের তরফে জানানো হয়েছে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগেভাগেই জল নিষ্কাশনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। শহরের প্রায় ৭০টি পাম্প একযোগে চালু রাখা হয়েছে। তবু প্রবল বর্ষণের জেরে জল নেমে যেতে সময় লাগছে। কর্পোরেশনের কর্মীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৎপর রয়েছেন।

হাওড়ার পুর প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, হাওড়ার প্রায় ৫০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৫টিই জলমগ্ন। হাওড়ায় সালকিয়া, লিলুয়া, বেলুড়, বালি পুরো জলমগ্ন। জলমগ্ন দক্ষিণ হাওড়ার বহু এলাকায়। তার জেরে যান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে জমা জলের মধ্যে দিয়ে বাস চালকরা যাতায়াতের কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। এর ফলে রাস্তায় বেরিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে।

যদিও এ পর্যন্ত বড় কোনও দুর্ঘটনা বা প্রাণহানির খবর নেই, তবুও সকাল থেকে রাস্তায় জল জমে গাড়ি ও বাস চলাচল ব্যাহত হয়েছে। অফিসগামীদের পড়তে হচ্ছে ভোগান্তিতে। সাধারণ মানুষ আশঙ্কা করছেন, বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিতে পারে। নিম্নচাপের ভ্রুকুটি হাওড়ার পুজো উদ্যোক্তাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। ভারী বৃষ্টির কারণে হাওড়ায় একাধিক মণ্ডপে জল ঢুকেছে। বেলগাছিয়া ছাত্রমিলনী, সরস্বতী ক্লাবের মতো একাধিক পুজো মণ্ডপে জল ঢুকেছে। যদিও পুজো উদ্যোক্তারা আশাবাদী, বৃষ্টি হলেও হাওড়া কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জমা জল দ্রুত সরানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দর্শনার্থীদের অসুবিধায় পড়তে হবে না।

Ekdin_Page_3_24092025_Layout 1 23-09-2025 22:21 Page 1

বৃষ্টিতে প্লাস্টিকে ঢেকে কুমোরটুলি থেকে দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্যান্ডেলে।

জলমগ্ন মহাত্মা গান্ধি রোডে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে পড়ায় রোগীকে ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

যাদবপুরের সুকান্ত সেতুর জলছবি।

টালিগঞ্জের জলছবি। ছবি: অদিতি সাহা

এত সংখ্যক পরিবারের প্রিয়জনকে হারানো অত্যন্ত দুঃখজনক: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে এতসংখ্যক পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারানোর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

তিনি বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার সমস্ত দায়ভার সিইএসসি বা সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ওপর চাপাতে চান, তা গ্রহণযোগ্য নয়। আজ ভারতের সমস্ত মেট্রোপলিটন শহরে প্রাকৃতিক বন্যার ঘটনা ঘটে। যদিও এভাবে বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে না। প্রবল বৃষ্টিতে জল জমতেই পারে, আমরা এ নিয়ে কোনও দোষারোপ করছি না। তবে প্রশ্ন হল, বেঙ্গালুরুতেও প্রাকৃতিক বন্যা হয়েছে। কিছুদিন আগে হায়দরাবাদেও প্রাকৃতিক বন্যা হয়েছে। আমরা দেখিনি, মানুষ বিদ্যুতের শক দিয়ে মারা যাচ্ছে।'

সুকান্ত মজুমদার আরও উল্লেখ করেন, 'কলকাতায় কেন বারবার এই ঘটনা ঘটে? দু' বছর আগে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছিল, আমি তাদের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। কলকাতায়

এই বিশৃঙ্খলা কেন চলছে? এর জন্য দায়ী কে? কে এই সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে? কে ভোটের সময় সঞ্জীব গোয়েঙ্কার থেকে সুবিধা নেয়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনই চাইলে মুখ্যমন্ত্রী পালিয়ে যাবেন। তাই সময়মতো এই দায়িত্ব নিতে হবে। সর্বদা মানুষের বাড়িতে দায়িত্ব নিতে হবে, কখনও রামের ঘাড়ে, কখনও শামের ঘাড়ে, কখনও যদুর ঘাড়ে এইভাবে দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায় না।'

মজুমদারের এই বক্তব্যে স্পষ্ট, তিনি কলকাতার বিদ্যুৎ ও জলাবদ্ধতা সমস্যাকে নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে বিচার করছেন এবং প্রশাসনিক ত্রুটি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন।

পরিদর্শনে মেয়র, জলে নেমে দেখলেন পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলে অবরুদ্ধ কলকাতার জনজীবন। কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম চাইলেন সময়। সোমবার মধ্যরাত থেকে মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত টানা বৃষ্টিপাতের জেরে শহর জুড়ে তৈরি হয়েছে এক বিপর্যয়ের পরিস্থিতি।

এদিন ফিরহাদ বলেন, 'আমরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে পারি না। সাধারণ বৃষ্টি হলে কলকাতা জল জমার কথা নয়। কিন্তু যে অস্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে তা অস্বাভাবিক। আমরা বিশ্বাস, যদি আর প্রবল বৃষ্টি না হয়, তা হলে মঙ্গলবার রাত ১০টার মধ্যেই সমস্ত জল নেমে যাবে।' হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে ১০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও আবার এই বৃষ্টির পরিমাণ ২০০ থেকে ২৫০ মিলিমিটার। যার জেরে জনজীবন একেবার বিধ্বস্ত। ডুবে গিয়েছে গোটা শহর।

মঙ্গলবার সাতসকালেই জলমগ্ন শহর পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন তিনি।*কোমর অবধি জল নিয়ে রাস্তায় নেমে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। তারপর সরাসরি চলে গিয়েছিলেন কন্ট্রোল রুমে।*সেখান থেকে পুরমন্ত্রী তথা মেয়র বলেন, 'নদী উপচে পড়ছে। খালে জল ফেলছি, তা আবার ঘুরে চলে আসছে।' তবে এর পাশাপাশি আশার আলো একটু হলেও দেখিয়েছেন ফিরহাদ। সঙ্গে এও জানান, 'সন্ধ্যা থেকে পরিস্থিতি ঠিক হলেও হতে পারে। আর আমরা যেখানেই জল ফেলি, তা পড়বে কলকাতার খালগুলোয়।* তারপর তা যাবে নদীতে। সেখান থেকে সমুদ্রে। কিন্তু এই সবগুলোই টইটম্বুর হয়ে রয়েছে।'

এর পাশাপাশি কলকাতাবাসীর জন্য তাঁর পরামর্শ, 'আমি কলকাতাবাসীকে আজ বাড়ি থেকে বেরবেন না।*বেশ কিছু জায়গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের তরফ থেকে পাওয়ার অফ ছিল। কিন্তু তারপরেও মিটার শর্ট সার্কিটের মতো ঘটনার কারণে এমন ঘটেছে। আমাদের যে পাইপগুলো রয়েছে, তা দিয়ে জল যাওয়ার একটা ক্ষমতা রয়েছে।*২০ এমএম পার ঘণ্টা। সেখানে ৩০০ এমএম জল যেতে অনেক সময় লাগে। আর জল যখনই ফেলছি, তখনই তা আবার ঘুরে ফিরে আসছে। আশা রাখছি প্রবল বৃষ্টি না হলে রাত ১০টার মধ্যে পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যাবে।'

টানা বর্ষণে পূর্ব রেলে অচলাবস্থা

এক্সপ্রেস, লোকাল মিলিয়ে বাতিল, নিয়ন্ত্রিত ও রিশিডিউল বহু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার গভীর রাত থেকে টানা প্রবল বর্ষণে কলকাতা ও হাওড়ার রেলইয়ার্ড ও লাইন জলে ডুবে গিয়েছে। তার ফলে পূর্ব রেলের হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগে একাধিক এক্সপ্রেস ও লোকাল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে।

হাওড়া বিভাগে প্রভাব পড়েছে। ১২২, ১২৩, ১০৮, ১০৯, ৯৪, ১৫, ১০৬, ১০৫, ৮৯* পয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রেল সূত্র জানিয়েছে, রাত ৩টা ৪০ মিনিট থেকে ব্যর্থ, জলে ডুবে যায়। এর প্রভাবে ২২৩০১ বন্দে ভারত (নিউ জলপাইগুড়ি), ২২৩০৩ বন্দে ভারত (গয়া),২২৩০৯ বন্দে ভারত (জামালপুর), ১২০১৯ রাঁচি শতাব্দী, ২২৩৮৭ ব্ল্যাক ডায়মন্ড, ১৩০১৭ গণদেবতা এক্সপ্রেস নিয়ন্ত্রিত করা হয়। হাওড়া স্টেশন থেকে ২২৩০১ বন্দে ভারত (নিউ জলপাইগুড়ি) সকাল ৫ টা ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৭ টা ৪৫ মিনিটে ছাড়ে। ২২৩০৩ বন্দে ভারত (গয়া) সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৮ টা ১০ মিনিটে ছাড়ে। ২২৩০৯ বন্দে ভারত (জামালপুর) সকাল ৭ টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৮ টা ২০ মিনিটে ছাড়ে। পাশাপাশি ৩৬০৮১ (হাওড়া- মশাগ্রাম), ৩৭২১৫ (হাওড়া-ব্যান্ডেল), ৩৭৩৫৩ (হাওড়া,তারকেশ্বর), ৩৭৩০৭ (হাওড়া,হরিপাল), ৩৭৩১১ (হাওড়া-তারকেশ্বর) লোকাল বাতিল করা হয়। এছাড়াও ১২৩৪৬ সারাইঘাট, ১৩০৬৪ ডাউন, ১৩০৭২ ডাউন এক্সপ্রেস নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ১২৩৬৩ কলকাতা,হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়।

একই চিত্র শিয়ালদহ বিভাগেও। নর্থ ও মেইন শাখায় প্ল্যাটফর্ম ৭ থেকে সীমিত লোকাল চালু করা হয়। সাউথ শাখার ট্রেন বালিগঞ্জ পর্যন্ত সীমিত পরিষেবা চালু রাখা হয়। ট্র্যাকে জলের কারণে চক্র রেল পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়। শিয়ালদহ বিভাগে ১৩১১৩ হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস (কলকাতা থেকে), ১৩১৭৭ শিয়ালদহ,জঙ্গিপুর এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়। কলকাতা স্টেশন থেকে ১৩১৫১ জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস সকাল

১১ টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ২ টায় ছাড়ে। ১২৩৫৭ অমৃতসর এক্সপ্রেস দুপুর ১২ টা ১০ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে ছাড়ে। ১৩১৬১ বালুরঘাট এক্সপ্রেস দুপুর ১২ টা ০৫ মিনিটের পরিবর্তে* বিকেল ৩টে ১৫ মিনিটে নির্ধারিত হলেও পরে বাতিল ঘোষণা করা হয়।

১৩১২৫ সাইরাং এক্সপ্রেস দুপুর ১২ টা ২৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ১ টায় ছাড়ে। ১৫০৪৭ পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস দুপুর ২ টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬ টায় ছাড়ে। ১৮১৮৬ গোদ্দা,টাটা এক্সপ্রেস দুপুর ২ টা ১০ মিনিটের পরিবর্তে রাত ৯ টায় গোদ্দা থেকে ছাড়ে। দিনের শেষে আরও সাতটি ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়। ১২৩৪৫ হাওড়া , গুয়াহাটি সারাইঘাট এক্সপ্রেস- হাওড়া থেকে ৪টা ০৫ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও, তা পরিবর্তন করে ৫টা ২০ মিনিটে করা হয়েছে। ১৩০২১ হাওড়া , রক্সৌল মিথিলা এক্সপ্রেস- হাওড়া থেকে ৩টা ৫০ মিনিটে ছাড়ার বদলে ৬টা ২০ মিনিটে ছাড়বে। ১২৩৪১ হাওড়া-আসানসোল অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস- হাওড়া থেকে ৬টা ২০ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও, তা পরিবর্তন করে ৯টা রাত্রিতে করা হয়েছে। ২২৩১০ জামালপুর-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস- জামালপুর থেকে দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে ছাড়ার বদলে বিকেল ৫টায় ছাড়বে।

১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস- কলকাতা থেকে সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও, প্রথমে তা দুপুর ২টায় করা হয়েছিল। পরে আবার পরিবর্তন করে রাত্রি ৭টায় ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১২৩৫৭ কলকাতা -অমৃতসর এক্সপ্রেস- কলকাতা থেকে দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও, প্রথমে তা দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে করা হয়েছিল। পরে আবার পরিবর্তন করে রাত্রি ৭টা ৫০ মিনিটে ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১৩১২৫ কলকাতা , সাইরাং এক্সপ্রেস- কলকাতা থেকে দুপুর ১২টা ০৫ মিনিটে ছাড়ার কথা থাকলেও, প্রথমে তা বিকেল ৩টায় করা হয়েছিল। পরে আবার পরিবর্তন করে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

চূড়ান্ত বাতিল ট্রেনের তালিকা (২৩ সেপ্টেম্বর) ১৩১৬১ কলকাতা-বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর আগে রিশিডিউল, পরে বাতিল) ১৩১১৭ কলকাতা-লালগোলা এক্সপ্রেস, ১৩১১৩ কলকাতা-লালগোলা এক্সপ্রেস, ১৩১১৪ লালগোলা, কলকাতা এক্সপ্রেস, ১৩১১৮ লালগোলা,কলকাতা এক্সপ্রেস, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের শালিমার স্টেশনে সিগন্যাল সিস্টেম খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানেও ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সিগন্যাল সারানোর কাজ শুরু হয়েছে।

হাওড়া ও শিয়ালদহ উভয় বিভাগেই একাধিক জলপাম্প বসানো হয়েছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলও জলে ডুবে থাকায় বারবার রেল ইয়ার্ডে জল ফিরে আসছে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, যাত্রীদের নিরাপত্তাই সর্বাধিক অগ্রাধিকার। মধ্যরাত থেকে শতাধিক কর্মী নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বলেই পূর্ব রেল জানিয়েছে।

বৃষ্টিতে ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা রাতভর বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হল কলকাতা মেট্রোর পরিষেবা। মঙ্গলবার ভোরের পর থেকেই দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার রাত থেকে টানা পাঁচ ঘণ্টায় রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। এর জেরে মহানায়ক উত্তম কুমার ও রবীন্দ্র সরোবর স্টেশনের মাঝের অংশে ব্যাপক জল জমে যায়। বিপজ্জনক পরিস্থিতির আশঙ্কায় শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে ময়দান পর্যন্ত পরিষেবা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বিকেল ৫ টা ৩৮ মিনিটে ব্লু লাইনে মেট্রো পরিষেবা ফের স্বাভাবিক হয় বলেই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তবে সম্পূর্ণ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ার পথে হাঁটেনি মেট্রো রেল। দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান পর্যন্ত আংশিক পরিষেবা চালু রাখা হয়েছে যাতে নিত্যযাত্রীরা কিছুটা হলেও উপকৃত হন।

বৃষ্টির জেরে থমকে আদালত

রায় শোনানো হল না চন্দ্রনাথকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কথা ছিল মঙ্গলবার দুপুর ২টায় রাজ্যের কারামন্ত্রী* চন্দ্রনাথ সিনহাকে নিয়ে ইডির আবেদনের রায় শোনাবেন বিচারক। ফলে মঙ্গলবার দুপুর ২টায় বিচারক কী রায় দেন, সেদিকে তাকিয়ে ছিল সবাই। কিন্তু, এদিন ইডির আবেদন নিয়ে রায় শোনাল না আদালত। বুধবার দুপুর ২টা এই রায় শোনাবেন বিচারক।

আদালত সূত্রে খবর, সোমবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কলকাতা। রাস্তা জলমগ্ন। এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে এদিন বিচারভবনে কোনও মামলায় অংশ না-নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আইনজীবীরা। তাই, এজলাসে বসেননি বিচারক। সেজন্যই বুধবার দুপুর ২টায় রায় শোনাবেন বিশেষ ইডি আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহা।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চন্দ্রনাথের নাম জড়ানোর পরই গত বছরের মার্চে তাঁর বোলপুরের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। বাজেয়াপ্ত করেছিল নগদ ৪১ লক্ষ টাকা। তবে তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। গত শনিবার ইডির আইনজীবী আদালতে যুক্তি দেন, 'তখন রাজ্যের কারামন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সতর্ক হয়ে যেতেন। ওঁর লার্জার কানেকশন আছে। আমরা বাকি তথ্য পেতাম না। এখন আমরা সব তথ্য জোগাড় করেছি। তাই হেপাজতে চাইছি।'

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে চার্জশিট জমা দেয় ইডি। তারপরই গত ৬ সেপ্টেম্বর বিশেষ ইডি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন চন্দ্রনাথ। সেইসময়ই ৭ দিনের হেপাজতে চেয়েছিল ইডি। কিন্তু, জামিন পান চন্দ্রনাথ। পরে তাঁর জামিনের মেয়াদ ফের বাড়ানো হয়। এদিকে শনিবার আদালতে চন্দ্রনাথকে ৭ দিনের হেপাজতে চেয়ে সওয়াল করেন ইডির আইনজীবী। ইডির হেপাজতের আবেদনের বিরোধিতা করেন চন্দ্রনাথের আইনজীবী।

৩২ বছরের শিল্প প্রতিশ্রুতি ভেঙে প্রতারণা

বাংলার ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করছে তৃণমূল: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনীতি নিয়ে এবার তীব্র বিস্ফোরণ বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কার্যত 'শিল্পবিরোধী প্রতারণারদ মোড়ক খুলে দিল তৃণমূল সরকার। সদ্য পাশ হওয়া 'Revocation of Incentive Schemes Act– ২০২৫' শিল্পকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার চূড়ান্ত বার্তা, বলে দাবি তাঁর।

সুকান্তর অভিযোগ, ১৯৯৩ সাল থেকে বিনিয়োগকারীদের দেওয়া ৩২ বছরের প্রতিশ্রুতি একতরফা বাতিল করে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। দালমিয়া ভারত, বীরলা কর্প, আল্ট্রাটেকের মতো বড় শিল্পগোষ্ঠী হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নি করেও এখন ৩, ০০০ কোটিরও বেশি লোকসানের মুখে। তিনি তোপ দেগে বলেন, 'এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, বাংলায় টাকা ঢালবেন না, কারণ সরকারের প্রতিশ্রুতিই এখানে মূল্যহীন।'

বিজেপি নেতার আরও দাবি, এর ফলে শুধু শিল্পক্ষেত্রই নয়, বাংলার ভাবমূর্তি ও ভবিষ্যৎও ধ্বংস হল। '২০১১ সালের পর থেকে ৬৬০০ কোম্পানি রাজ্য ছেড়েছে। এবার এই আইন হল শেষ পেরেক। এটি কেবল অব্যবস্থাপনা নয়, বাংলার শিল্পভবিষ্যৎকে ধ্বংস করার সচেতন চক্রান্ত।' রাজ্যের ঋণ পরিস্থিতি নিয়েও কড়া আক্রমণ শানান সুকান্ত। তাঁর বক্তব্য, 'প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকার ঋণে ডুবে রয়েছে বাংলা। ডিএ বাবদ বকেয়া ৪৪ হাজার কোটি টাকা। আর্থিক শৃঙ্খলা না-এনে, শিল্পের আইনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সরকার ভোটব্যাঙ্কের স্কিমে টাকা ঢালছে। এটি আসলে কর্মসংস্থানের লুঠ।'

শিল্পবিরোধী মানসিকতার ঐতিহাসিক দিক টেনে এনে সুকান্ত স্মরণ করান সিঙ্গুরের তৃণমূল আন্দোলনের প্রসঙ্গ। 'প্রথমে নতুন বিনিয়োগকারীদের ভয় দেখানো হয়েছিল ভূমি আন্দোলনের নামে। এখন যারা লগ্নি করেছেন, তাঁদের পিঠে ছুরি মারা হচ্ছে আইন করে। বাংলায় শিল্প সবসময়ই রাজনীতির বলি।' আইনটি বিচারব্যবস্থা ও সংবিধানের ওপর সরাসরি আঘাত বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ মানার পরিবর্তে সরকার আইন এনে দেনার দায় এড়াতে চাইছে। 'এরপর কোন বিনিয়োগকারী আর বাংলার সরকারের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করবে? তিন দশকের সার্বভৌম প্রতিশ্রুতিই যখন আইন করে বাতিল করা হল, তখন বিনিয়োগকারীরা বাংলার যুবকদের জন্য সুযোগ তৈরি করবেন কেন?'

শেষে যুবসমাজ ও সাধারণ মানুষকে সরাসরি আহ্বান জানিয়ে সুকান্ত বলেন, 'এটি কেবল ভুল নীতি নয়, বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল। এই ঐতিহাসিক অপরাধের জবাব মানুষকেই দিতে হবে।'

ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসের দোকানে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্যোগের মধ্যে খাস কলকাতার বালিগঞ্জের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসের দোকানে বিধ্বংসী আগুন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন দমকলের আধিকারিকরা। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান ফিরহাদ হাকিমও। কথা বলেন দমকল আধিকারিকদের সঙ্গে। তবে বৃষ্টি ও জলমগ্ন পরিস্থিতির কারণে আগুন নেভাতে বেশ পেতে হয় দমকলকর্মীদের।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনসের বাজারের একটি দোকানে আগুন দেখা যায়। মুহূর্তে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তবে ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই পাশের আর একটি দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। একে একে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। ছুটে যান ফিরহাদ হাকিম। দমকল কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরিস্থিতির খোঁজ নেন। তবে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। তবে বেশ কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আয়ত্তে আসে আগুন। প্রাথমিক ভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই ঘটনা। তবে আগুন পুরোপুরি না নেভা পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। এদিনের এই আগুন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও এখনও স্পষ্ট নয়।

সম্পাদকীয়

একের পর এক দেশের প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি অস্বস্তি বাড়াচ্ছে ট্রাম্পের

ইজরায়েল বনাম প্যালেস্টাইন। দুই দেশের লড়াইয়ের ইতিহাস কম-বেশি ৪০০ বছরের। দুই দেশের সাম্প্রতিক লড়াইয়ে এখনও পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান গাজায় ইজরায়েলি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৬৪ হাজার মানুষের। লক্ষ লক্ষ মানুষে গৃহহীন, দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছেন অনেকে। নেই খাবার, জল, চিকিৎসা। অমানবিকতার চরমতম ছবি। এই অবস্থার মধ্যেও বিশ্বের একাধিক দেশ প্যালেস্টাইকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের ১৯৩টি দেশের মধ্যে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে ভারত-সহ ১৪৫টি দেশ। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হয়েছে ব্রিটেন, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া।এছাড়া ফ্রান্স, বেলজিয়ামের মত আরও কয়েকটি দেশ জানিয়ে দিয়েছে তারা প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে। পশ্চিমি বিশ্বের এই অবস্থানে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার কথা তাঁর। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, প্যালেস্টাইনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি ভর্ৎসনা করতে পারেন ওই দেশগুলিকে। কিন্তু সে সবে চিড়ে কতটা ভিজবে বলা কঠিন। ফলে প্যালেস্টাইন নিয়ে আগামীদিনে আরও বড় সমস্যায় পড়তে চলেছে মার্কিম যুক্তরাষ্ট্র। এটা নিশ্চিত। শান্তিতে নেই ইজরায়েলও। বন্ধু দেশগুলি প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর তোপ দেগেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি বলেছেন, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক পদক্ষেপ। ইজরায়েল রাষ্ট্রসংঘে এই পক্ষেপের বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া দেবে। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যারা প্যালেস্টাইনকে মান্যতা দিচ্ছে তারা আসলে সন্ত্রাসবাদীদের পুরস্কার দিচ্ছে। তবে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছি প্যালেস্টাইন কখনই রাষ্ট্র হতে পারবে না। এখন নেতানিয়াহুর এই হুঁশিয়ারি কতটা কানে ঢুকছে পশ্চিমী দুনিয়ার বলা কঠিন। তবে গত কয়েক মাসে গাজায় যে হত্যালীলা চালিয়েছে তেল আভিভ তা যে বিশ্ববাসী ভালো চোখে দেখেনি তা এখন স্পষ্ট।

শব্দবাণ-৩৯৭

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. স্মারক পুস্তক বা খাতা ৩. অকপট, ঐকান্তিক ৫. শেষ ৬. পুত্র, ছেলে ৭. অভিন্ন ৯. শূন্যে গমন বা বিচরণ ১১. অব্দ, সন ১২. এই মুহূর্তে করণীয়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মুষ্টিযোগ ২. প্রচারিত, সুবিদিত ৩. নামাজের জন্য আহ্বান ৪. রান্না ৭. অনটন, অর্থকষ্ট ৮. বৃহৎ দাঁতবিশিষ্ট ৯. কুঁড়েঘর ১০. ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯৬

পাশাপাশি: ২. চক্রজীবক ৩. তাপপ্রবাহ ৬. ভয়কাতর ৭. খরচপত্র।

উপর-নীচ: ১. জীবনলাভ ২. চক্ষুতারকা ৪. প্রচারপত্র ৫.হর্ষোৎফুল্ল।

জন্মদিন

আজকের দিন

মহিন্দর অমরনাথ

১৯৪০ বিশিষ্ট সাঁতারু আরতি সাহার জন্মদিন।
১৯৫০ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহিন্দর অমরনাথের জন্মদিন।
১৯৫৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর জন্মদিন।

দেবী দুর্গা

জমিদারবাড়ির অভিজাত নাটমন্দির থেকে রাজপথের সর্বজনীন উৎসবে

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে মেধস মনির অনুপ্রেরণায় রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য বাংলায় প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেছিলেন। বঙ্গাধিপতি সুরথ ছিলেন চৈত্রবংশীয় রাজা। কিন্তু, একদিন সব হারিয়ে তিনি হলেন পথের ভিখিরি। সাধের রাজধানী বলিপুর (বর্তমানে বোলপুর) ত্যাগ করে সুরথ যখন ভাগ্যান্বেষনে পথে পথে ঘুরছেন, তখন পথেই একদিন দেখা হয়ে গেল একইরকমভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বণিক সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে । ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে দুজনেই একদিন একসাথে পৌঁছলেন মেধস মুনির আশ্রমে। আশ্রমে বসে মেধস তাঁদের পরামর্শ দিলেন দুর্গা দেবীর আরাধনার। এই পুজো করলেই তাঁরা ফিরে পাবেন সুদিন। আজকের বোলপুরের কাছে গড় জঙ্গল-এ মেধসমুনির আশ্রমেই তাঁরা প্রথম দুর্গাপুজো করেন। 'তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।' চণ্ডী, ১৩।১০)।

কিন্তু, সেই পুজো হয়েছিল বসন্তকালে। ত্রেতাযুগে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরৎকালে আয়োজন করেছিলেন দুর্গাপুজো। রামচন্দ্র পুজো করেছিলেন নিজের হাতে তৈরি মাটির প্রতিমায়। কৃত্তিবাস বলেছেন 'আপনি গড়িলা রাম প্রতিমা মৃন্ময়ী'। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেল গাছের তলায় হয়েছিল দেবীর অকাল বোধন। অধিবাসের সময় রাম স্বহস্তে বেঁধেছিলেন নবপত্রিকা।

'সায়াহ্নকালেতে রাম করিল বোধন।
আমন্ত্রণ অভয়ার বিল্বাধিবাসন।।...
আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।
বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।।'

সেই পুজোই শারদীয় দুর্গাপূজা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে । সে পুজো অবশ্য বাংলায় হয়নি।

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে

পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রায় চার হাজার বছর আগে পাওয়া শস্যদায়িনী ও প্রজাপালিকা পক্ষীরূপিনী এক মাতৃকামূর্তিকেই আজকের আদ্যাশক্তি মায়ের আদিরূপ বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে গঙ্গারিডি যুগের চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া প্রাকদুর্গা দেবীমূর্তিগুলি প্রাচীন কালে বৈদিক ঊষা বা ইষা রূপেই পূজিতা হতেন।

মৌর্য ও কুষান যুগের টেরাকোটায় পূর্ণাবয়ব নারীমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে আজকের দিনের দশভুজা দুর্গার খোদাইকরা পাথর মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্তমানকালের দেবী দুর্গার যে অসুরমর্দিনী সিংহবাহিনী দশভুজা রূপ আমরা দেখি, তা আসে পালযুগে। হাজার বছর ধরে চলে আসা কয়েকটি দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল পালযুগেই। পালযুগে গৌড়ীয় সেনা দুর্গাপূজায় অংশ নিত, বীরাষ্টমীতে মঙ্গলঘটের পবিত্র জল দিয়ে পূজা করা অস্ত্র নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার পর দশমীর দিন দিগ্বিজয়ে বেরোতেন। সেন রাজাদের আমলে তামা ও ব্রোঞ্জের মাতৃকামূর্তি তৈরি হত। সেন যুগে রাজাদের মদতেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হতো। শাক্ত হলেও সেনরাজারা দুর্গাপূজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ইতিহাস বলছে, বাংলায় প্রথম আভিজাত্যের দুর্গাপুজোটি করেছিলেন বারোভুঁইয়াদের অন্যতম রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায়।

মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টের বংশধর কংসনারায়ণ ছিলেন প্রভূত ধনসম্পদের মালিক ও সেই সময়ের বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের নেতা ।জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছে তিনি কিছুটা ধর্মপ্রবণ হয়ে ওঠেন। একসময়ে তাঁর ইচ্ছে হয় তিনি মহাযজ্ঞ সাধন করবেন ।একদিন তাঁর এই ইচ্ছের কথা জানালেন রাজপুরোহিত পণ্ডিত প্রবর রমেশ শাস্ত্রীকে। তিনি সব শুনে বললেন, 'বিশ্বজিৎ, রাজসুয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ;এই চারটি মহাযজ্ঞ নামে কথিত। প্রথম দুটি কেবল সার্বভৌম সম্রাটেরা করতে পারেন আর পরের দুটি কলিতে নিষিদ্ধ। তোমার পক্ষে দুর্গোৎসব ভিন্ন অন্য কোনো মহাযজ্ঞ উপযুক্ত নয়। এই যজ্ঞ সকল যুগে সকল জাতীয় লোকেই করতে পারে এবং এক যজ্ঞেই সব যজ্ঞের ফল লাভ হয়।'

রমেশ শাস্ত্রীর কথা মেনে, বারনই নদের পূর্ব তীরে রামরামা গ্রামের দুর্গামন্দিরে বাংলা ৮৮৭ সালের আশ্বিন মাসের মহা ষষ্ঠী তিথিতে অকালবোধনের মাধ্যমে কংস নারায়ন দেবী দুর্গার প্রতিমা গড়ে প্রথম দুর্গাপূজা করেন।

রাজা কংস নারায়ণ সেই সময়ে প্রায় নয় লাখ টাকা খরচ করে যে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন , সেই পুজোকেই অবিভক্ত বাংলায় প্রথম দুর্গাপুজো বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। সেই পুজোতে শুধু ঢাকই বেজেছিল একশো আটটি। সঙ্গে ছিল অন্য বাজনাও। সেই ঢাক ও বাজনার আওয়াজ যতদূর পৌঁছে ছিল ততদূর পর্যন্ত সব পরিবারের আমন্ত্রণ ছিল এই পুজোতে।

বাংলার অন্যতম প্রাচীন দুর্গাপূজা হল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী মন্দিরের পূজা। দেবী মৃণ্ময়ী ছিলেন মল্লভূম রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী,মল্ল রাজবংশের কুলদেবী। মল্লরাজ জগৎমল্ল ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই পূজার প্রবর্তন করেন। এখানকার পূজাপদ্ধতি বাংলায় প্রচলিত দুর্গাপূজার থেকে অনেকটাই আলাদা; কিছুটা আলাদা এখানকার দুর্গাপ্রতিমার গড়নও। মৃন্ময়ী দেবী সপরিবারে থাকলেও ব লক্ষ্মী-গণেশ ওকার্তিক-সরস্বতী এখানে স্থানবদল করে থাকে। অর্থাৎ, লক্ষ্মীর স্থলে গণেশ ও গণেশের স্থলে লক্ষ্মী এবং কার্তিকের স্থলে সরস্বতী ও সরস্বতীর স্থলে কার্তিক। এই রূপে দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের রীতিকে জগৎমল্ল-প্রথা বলা হয়। বাঁকুড়া জেলার অনেক প্রাচীন পরিবারেও জগৎমল্ল-প্রথায় নির্মিত দুর্গামূর্তি পূজিত হয়। মল্ল রাজবাড়ির পূজায় দেবীপটের যে ব্যবহার লক্ষিত হয়, তা অনেকটাই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। বাংলারসাধারণ দুর্গাপূজায় এমন পটের ব্যবহার দেখা যায় না।

কলকাতার দুর্গাপুজোর ইতিহাস ঘাঁটলে একেবারে প্রথমেই উঠে আসবে বড়িশার সাবর্ণরায়চৌধুরী পরিবারের নাম। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের থেকে অনুদান হিসেবে আটটি পরগণার করমুক্ত জায়গীরপ্রাপ্তির পর, রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ভগবতী দেবী ১৬১০ সালে বড়িশা রাজবাড়িতে দুর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন মাটির আটচালায়। এই পুজোটি ব্রিটিশরাজ-পূর্ব কলকাতার সম্ভবত সর্বপ্রথম দুর্গাপুজো। দেবী দুর্গার সঙ্গে একই চালচিত্রে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিকের পুজোর যে প্রচলন হিন্দুসমাজে রয়েছে, তার সূত্রপাত ঘটেছিল এই পুজোর মাধ্যমে। বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী'-তে বর্ণিত রীতিনীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছিল এই পুজো। যদিও, কেউ কেউ বলেন, কলকাতায় পারিবারিক দুর্গা পুজার সূচনা হয়েছিল ১৬০৯ সালে কাশীশ্বর দত্ত চৌধুরীর হাত ধরে। কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী ছিলেন

আন্দুলের জমিদার। তৎকালীন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে তাদের পৈতৃক জমিদারির কিছু অংশ পুনরুদ্ধারের পরে জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন তিনি।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজদৌল্লা পরাজিত হলেন। নবাবের এই পরাজয়ে যে দু'জন সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন তাঁরা হলেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির আদিপুরুষ নবকৃষ্ণ দেব। আসলে ক্লাইভ যখন সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন তখন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এই দুজনেই । কৃষ্ণচন্দ্র তখন যথেষ্ট প্রভাবশালী রাজা ছিলেন কিন্তু নবকৃষ্ণ দেব তখন নেহাতই একজন ইংরেজ জানা কেরানি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুন্সির চাকরি করতেন।

সিরাজের পরাজয় নবকৃষ্ণের ভাগ্য খুলে দেয়। পলাশির যুদ্ধ শেষে সিরাজের রত্নভাণ্ডার লুট করে নবকৃষ্ণ পেলেন কয়েক কোটি টাকা। লুটের টাকা দিয়ে কলকাতার শোভাবাজারে গড়লেন বিশাল রাজপ্রাসাদ। ইংরেজশাসকের বিজয় উদযাপন উপলক্ষ্যে ও সাহেবদের খুশি করতে শুরু করলেন বিশাল কলেবরে দুর্গা পুজো। শোনা যায়, শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজোয় ক্লাইভ নাকি ড্রেক, ওয়াটসন-সহ তাঁর পারিষদবর্গকে নিয়ে একসাথে এসেছিলেন এবং একশো টাকা দক্ষিণা দিয়ে পুজোয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর আগে দুর্গার আরাধনা শরৎকালে হতই না, তা হত বসন্তকালে। কিন্তু সাহেবদের খুশি করার জন্য বসন্তকালের পুজো ও শরৎকালের নবপত্রিকা, এই দুইকে এক করে নতুনরূপে দুর্গাপুজো চালু করলেন রাজা নবকৃষ্ণদেব।

টানা পনেরো দিনের সেই আয়োজনে খরচ হয়েছিল লাখ লাখ টাকা। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ দলবল নিয়ে রাজবাড়িতে এসেছিলেন সেই পূজো দেখতে।

'কলকাতার ইতিবৃত্ত' বইয়ে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখেছিলেন, 'মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পলাশীর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোরঘটায় দুর্গোৎসব শুরু করিবার জন্য উত্তরের রাজবাটী এত সত্ত্বর নির্মাণ করিয়াছিলেন যে শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। তাঁহার দুর্গোৎসবের উদ্বোধন হইতে বাঈনাচ আরম্ভ হইত। তাহা দেখিবার জন্য শহরের বড় বড় সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন, এবং এখনও হন। সাহেবরা এই দুর্গোৎসবে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতি উৎসব বলিয়া সাদরে যোগদান করিতেন।'

তোষাখানা, নহবতখানা, ঠাকুরদালান নিয়ে জমজমাট ছিল সেই দুর্গা পুজো। বাঈজি নিয়ে আসা হতো সুদূর বার্মা থেকে। সারারাত ধরে চলতো জলসা, থাকতো সুরাপানের ব্যবস্থাও।

নবকৃষ্ণ দেবের পুজোতে বাঈজি নাচ দেখতে আসা সাহেব ও বাবুদের নিয়ে লিখেছেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি বর্ণনা করেছেন, 'বসে আছে বাবুগণ করি রম্য বেশ/ মাথায় জরির টুপি বাঁকাইয়া কেশ/ বসেছে সাহেব ধরি চুরুট বদনে/ মেয়াম চকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যঞ্জনে। নাচিছে নর্তকী দুটি কাঁপাইয়া কর/ মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহরখদ। ইংরেজ রাজপুরুষরা তো বটেই, মুসলমান, আর্মেনিয়ান ও জিউস সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আমন্ত্রিত হতেন সেখানে । যদিও এ সবই জনশ্রুতি। প্রায় একই সময়ে কৃষ্ণনগরে দুর্গা পুজো শুরু করলেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র । কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে কামান দেগে ও নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দুর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন তিনি। বড়ো বড়ো জমিদার এবং ব্রিটিশ সরকারের গণ্য মান্য ব্যাক্তিদের তখন কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ছিল নিত্য আনাগোনা। তাদের খুশি করতেই রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র শুরু করেছিলেন দুর্গাপুজো। বহু ইতিহাসবিদের মতে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলেই বাংলায় দুর্গাপুজো জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে ছিলো এই পুজোর জৌলুসই ছিল আলাদা।

শুধু কৃষ্ণচন্দ্র বা নবকৃষ্ণ দেব নয়, বস্তুত পলাশির যুদ্ধের পর থেকেই পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে ইংরেজদের নেকনজরে পড়ার প্রচেষ্টায় দুর্গাপুজো পরিণত হয়েছিল এক বাৎসরিক মোচ্ছবে। সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিই দুর্গা পুজো করতে এগিয়ে আসেন। পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতা ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ায় আশপাশের জেলাগুলিতেও তার ঢেউ আছড়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে গ্রামাঞ্চলেও এক শ্রেণির বিত্তশালী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সেই নব্য জমিদারেরা নিজেদের বিত্ত বৈভব জাহির করতে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক যুগের সেই সময়ে জমিদার প্রথা বাংলার গ্রামীণ ও নগর জীবনে দাপটের সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে, দুর্গা পূজা হয়ে উঠেছিল তাদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম। পাশাপাশি অঞ্চলের জমিদারদের মধ্যে এ নিয়ে নিশ্চুপ প্রতিযোগিতাও হতো। প্রতিমা তৈরির জন্য দূরদূরান্ত থেকে বিখ্যাত কারিগর যোগাড় করে আনতেন জমিদারেরা। মন্ডপ তৈরিতেও থাকতো অর্থ-বিত্ত ও সৃজনশীলতার মুনশিয়ানা। তাছাড়া ইংরেজ বাবুদের মণ্ডপের চাকচিক্য দেখিয়ে, প্রতিমায় ভিন্নতা এনে, উৎসবের নানাবিধ খাবারের আয়োজনে তুষ্ট করে, দামি উপহার দিয়ে খুশি করার প্রচেষ্টা তো থাকতোই। সেই পুজোয় দেখানোর প্রতিযোগিতা ছিল এতটাই যে বিলেত থেকে সোনা ও রুপোর তৈরি প্রতিমার সাজ আনা হত। ডাকযোগে নিয়ে আসা হতো সেসব সাজ। কুমোরটুলির বিত্তবান ব্যক্তি অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে জিলিপি বানানো হত প্রায় রথের চাকার সাইজের এবং দুপুরে রাঁধা হত একশোটি পদ।

সেই আড়ম্বরপূর্ণ পুজোতে শুধু ভক্তির আচার ছিল না, ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ। বড়লোকের বাড়ির পুজোতে জনসমাগম মানে ছিল সামাজিক স্বীকৃতি। নাটক, যাত্রা, কীর্তন, প্রভাতফেরি;সব মিলিয়ে জমিদারবাড়ির পূজো এক সাংস্কৃতিক মহাসম্মেলনের রূপ নিত। তারপরে হতো বিসর্জন। কেমন হতো সেই সময়ের জমিদার বা বনেদি বাড়ির পুজোর বিসর্জন পর্ব ? হুতোম প্যাঁচার নকশায় আছে এক ধ্রুপদী বর্ণনা, ''কর্মকর্তারা প্রতিমা নিরঞ্জন করে, নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িয়ে 'দাদা গো' 'দিদি গো' বাজনার সঙ্গে ঘট নিয়ে ঘরমুকো হলেন বাড়ীতে পৌঁছে চণ্ডীমণ্ডপে পূর্ণ ঘটকে প্রণাম করে শান্তিজল নিলেন, পরে কাঁচা হলুদ ও ঘটজল খেয়ে পরস্পরকে কোলাকুলী কল্লেন অবশেষে কলাপাতে দুর্গানাম লিখে সিদ্ধি খেয়ে বিজয়ার উপসংহার হলো'।

১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর, হিন্দু রাজাদের মন ধরে রাখার উদ্দেশ্যে লর্ড ক্লাইভও একবার দুর্গা পুজোর আয়োজন করেন।

সেকালে দুর্গাপুজোর পরিধি কেবলমাত্র অভিজাত ধনী পরিবারগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। জমিদারেরা দুর্গাপূজাকে নিজ পরিবার ও বংশের সম্মান-আভিজাত্যের বিষয় হিসেবেই দেখতেন। দুর্গাপুজোগুলো ছিল পুরোপুরি জমিদারের ঠাকুরদালান অথবা নাটমন্দিরে সীমাবদ্ধ। পুজো হতো ব্যক্তিগত পরিসরে। সাধারণ মানুষের জন্য এ-পুজোর দ্বার খুব বেশি উন্মুক্ত ছিল না, আনন্দোৎসবে তাদের কোনও অংশগ্রহণ ছিল না। যে বাড়িতে পুজো হত, তাঁদের আমন্ত্রণে যারা আসতেন, কেবল তাঁরাই দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠতেন, অন্যরা ছিলেন রবাহুত। ব্রাহ্মণ বাড়ির পূজায় বৈশ্য-শুদ্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষজনেরা এ পুজোতে ব্রাত্যই থেকে যেতেন।

সম্ভবত এখান থেকেই একসময়ে জন্ম হয় দ্রোহের। তুষের আগুন ধিকধিক করে জ্বলে ওঠে মনের গহীন কোনে। মা তো সবার। তাহলে সবাই কেন অংশ নিতে পারবে না তার পুজোয়? কেন তিনি গহনা পরবেন জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়িতে, ভোজন করবেন কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের বাড়িতে আর রাতে নাচ দেখতে যাবেন শোভাবাজার রাজবাড়িতে?

ইতিহাস অনুসারে , প্রথম এই দ্রোহের রূপ বাংলা দেখেছিল হুগলির গুপ্তিপাড়ায়। সেই সময়ে গুপ্তিপাড়ার জমিদার বাড়িতে বেশ জাঁকজমকের সাথে দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হতো। সেখানকার প্রতিবেশীরা দুপুরবেলা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে জমিদারবাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হতেন প্রতিমা দর্শনের জন্য। কিন্তু দ্বাররক্ষীরা তাঁদের প্রবেশে বাধা দিত। বহু কাকুতি-মিনতির পরও অনেক সময়েই তাঁদের প্রতিমা দর্শনের জন্য অনুমতি দেওয়া হতো না। অপমান করে ফিরিয়ে দেওয়া হতো তাদের।

১৭৯০ সালে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার বারো জন যুবক ঠিক করলেন এবার পুজো তারা জমিদার বাড়ির দালান থেকে রাজপথে নামিয়ে নিয়ে আসবেন। চাঁদা তুলে তারা দুর্গাপুজোর আয়োজন করলেন ধনী দরিদ্র সব মানুষের জন্য। পুজো সমিতির নাম দেওয়া হয়েছিল 'গুপ্তিপাড়া শ্রী শ্রী বিন্ধ্যবাসিনী পূজা।সেই পুজোতে অংশ নিলেন ধনী দরিদ্র, উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী সবাই। অনেকের কাছে সেটাই বাঙালির প্রথম বারোয়ারি দুর্গাপুজো। গুপ্তিপাড়ার এই পুজোর কথা অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো করলেন। সেই পুজোতে মঠের দ্বার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন তিনি। ১৯১০ সালে ভবানীপুরে সনাতন ধর্মোত্ সাহীরা দুর্গাপুজো শুরু করলেন। সেই পুজোতেও অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। সেই বছরে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল , তখন কলকাতার বলরাম বোস ঘাট রোডে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন। এই পুজোয় প্রথম নিজের দুর্গাস্তোত্র পাঠ করেছিলেন ঋষি অরবিন্দ।

সেই পুজোতেই বারোয়ারি শব্দের বদলে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল 'সর্বজনীন' শব্দটি , যার অর্থ 'সকলের জন্য'। প্রকৃত অর্থে সেই পুজো ছিল কলকাতায় প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজো। ঠিক এক বছর পর ১৯১১ সালে উত্তর কলকাতার হাতিবাগানের রামধন মিত্র লেনে প্রথম বিল ছাপিয়ে চাঁদা তুলে দুর্গাপুজো শুরু হয়।

এই পুজোর আট বছর পরে , ১৯১৮ সালে জমিদার বাড়িতে মায়ের ভোগ নিতে গিয়ে অপমানিত হয়ে সেই সময়ের নেবুবাগানের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, চাঁদা তুলে শুরু করেন দুর্গাপুজো, নেবুবাগান সার্বজনীন। সেই পুজোর একটা থিমও ছিল সেই বছর। সকলের জন্য পুজো, সকলের পুজো। সেই পুজো ছিল প্রতিবাদের পুজো। সমাজের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ।

নেবুবাগানের দেখানো পথে হেঁটে ১৯২৬ সালে কলকাতার 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি' সকলের জন্য আয়োজন করে দুর্গাপুজোর। এ পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ধনী-গরিব, জাতি-ধর্ম মিলেমিশে পুজোর আনন্দ সেদিন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। এভাবেই মা দুর্গা অভিজাত মানুষের অঙ্গন ছেড়ে নেমে এলেন পথে, হয়ে উঠলেন আপামর বাঙলার প্রতিটি মানুষের আপনজন, ঘরের মেয়ে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে আস্তে আস্তে জমিদার প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। পুজোর ধরন তখন আরেকবার পাল্টে যায়। দিনে দিনে সাম্য, সৌহার্দ্য ও অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। শহরের সর্বজনীন পুজো গুলিতে দেখা যায় থিমের রমরমা। থিম আসে প্রতিমায়, মন্ডপে। বদলে যায় মন্ডপ সজ্জা, আলোক সজ্জা । ধীরে ধীরে দুর্গা পুজো পরিণত হয় দুর্গোৎসবে, বদল আসে আঙ্গিকে।

ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিতে উৎসব মানেই জীবনযাত্রার বহুমাত্রিক প্রতিফলন। দুর্গা পুজো এখন আর শুধু মাত্র,একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নেই, হয়ে উঠেছে বাঙালি সমাজের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এক মহোৎসব। এই পূজায় যেমন আছে পৌরাণিক কাহিনির আধ্যাত্মিক রূপ, তেমনই আছে ইতিহাসের ভাঁজে জমিদারি আভিজাত্যের ছাপ, আবার আধুনিক নগর সভ্যতায় এর বিস্তার ঘটেছে শিল্প, অর্থনীতি ও বিশ্ব স্বীকৃতির মাধ্যমে। দূর্গা পূজার যাত্রা তাই এক জীবন্ত দলিল;অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন আর ভবিষ্যতের দিশা।

বিভিন্ন এলাকার সনাতন মানুষজন সমবেত হয়ে চাঁদা তুলে আয়োজন করছেন পুজো। সেই পুজোয় বিভিন্ন বয়সের মানুষের আগমন নিশ্চিত করতে রাখা হচ্ছে নানান উপকরণ। পূজা মণ্ডপের চারপাশে উৎসবের আমেজ রাখতে বসেছে মেলা, স্টলে স্টলে থাকছে রকমারি সব খাবারের আয়োজন, শিশুদের আনন্দের কথা ভেবে রাখা হয়েছে চরকি-নাগরদোলাও।

এসবই করা হয়েছে আয়োজনটিকে সকলের জন্য একটি উৎসবে পরিণত করতে। সেই আয়োজনে অন্য ধর্মের মানুষদের অংশগ্রহণও এখন আর শুধুই দর্শক হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, আয়োজক হিসেবেও তারা সাহায্য করছে।

তবে সেকালের জমিদারদের মতোই একালের এলাকাবাসীর পূজার মধ্যেও আছে দুর্গা বরণে একে অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। শহর এমনকি গ্রামেও ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন পূজা মণ্ডপে গেলে এই নীরব প্রতিযোগিতাটা চোখে পড়বে। মন্দিরগুলোও প্রতিমা নির্মাণে, মণ্ডপ সজ্জায় প্রতিবার নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এর সবই আসলে অন্যদের ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। প্রতিটি প্যান্ডেল একেকটি শিল্পকর্ম;স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আলোসজ্জা, সঙ্গীত, রঙ;সব যেন একত্রিত হয়ে তৈরি করে এক অভিনব মায়াবী জগৎ। এই সৃজনশীলতাই পূজাকে সীমান্ত ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিচিতি লাভ করতে সাহায্য করেছে । ২০২১ সালে ইউনেস্কো দুর্গা পূজাকে 'ইন্ট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি'র স্বীকৃতি দেয়। এটি শুধু এক উৎসবের গৌরব নয়, বাঙালির সৃজনশীলতা, শিল্পচর্চা ও সামাজিক একাত্মতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিরা আজ নিউইয়র্ক, লন্ডন, টরন্টো বা সিডনিতেও দূর্গা পূজা করে। এভাবেই পূজা এক বৈশ্বিক বাঙালি পরিচয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এখন, দুর্গা পূজার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিশাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, কেবল পশ্চিমবঙ্গেই দূর্গা পূজার অর্থনীতি দশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী থেকে কাপড়ের ব্যবসায়ী, আলোকসজ্জার কারিগর থেকে খাবারের দোকানদার প্রত্যেকে এই উৎসবের উপর নির্ভরশীল। পূজা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি সৃজনশীল অর্থনীতির একটি শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে উঠেছে। বলা যায় আজকের এই পূজা বাঙালির শিল্প ও জীবিকার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

আজ দেবী দূর্গা কেবল মহিষাসুরমর্দিনী নন, তিনি বাঙালি জীবনের প্রাণশক্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীতের অনুপ্রেরণা, সমাজ ও অর্থনীতির চালিকা শক্তি। থিম, আলো, প্রযুক্তি সর্বোপরি কর্পোরেট প্রভাবে পুজোর গাম্ভীর্য হয়তো কিছুটা ম্লান হয়েছে, কিন্তু মানুষের মিলন, আনন্দ ও একাত্মতার মধ্যেই এর চিরন্তন মহিমা অটুট রয়েছে। তাই দূর্গা পূজা আজও বাঙালির প্রাণের উৎসব।

ইছামতীর বক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জনের ফ্ল্যাগ মিটিং ভারত-বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ইছামতী নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জন একটি ঐতিহ্যবাহী ঘটনা। দুই বাংলা সেই বিসর্জন নিয়ে ইছামতীর জল সীমান্তে প্রশাসনিক বৈঠকে সারলো বিএসএফ ও বিজিবি। ইছামতীর বক্ষে জল সীমান্তের জিরো পয়েন্টে লঞ্চের উপর এই ফ্ল্যাগ মিটিং সম্পন্ন হয়। টাকিতে বিসর্জনকে সামনে রেখে এই মিটিং উপস্থিত ছিলেন দুই দেশের প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। প্রসঙ্গত, উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ইছামতী নদীবক্ষে দুই দেশের প্রতিমা নিরঞ্জন রাজ্যের অন্যতম আকর্ষণ। যা দেখতে রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্য এমনকী বিদেশি পর্যটকরাও ভিড় জমান এখানে। ভারত ও বাংলাদেশের দুই পাড়ের মানুষ এই প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে ভিড় জমান। ইছামতী নদীতে দুই দেশের প্রতিমা নিরঞ্জন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য বোধনের আগেই সীমান্তের দুই বাংলার বিসর্জনের প্রস্তুতি হল জিরো পয়েন্টে। সব রকম প্রতিকূল ঘটনা এড়াতে এবং দুই দেশের সম্পর্ক অটুট রেখে বিসর্জনের ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে এই ফ্ল্যাগ মিটিং বলে দাবি আধিকারিকদের। দুই দেশের নিরাপত্তার তাগিদে বেশ কিছু নির্দেশিকা লাগু করা হয় প্রতিমা নিরঞ্জনকে ঘিরে। এই সব বিষয়েই এদিন আলোচনা উঠে আসে। জানা গিয়েছে, প্রতিবারের মতোই এবারেও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে নদীর মাঝ বরাবর দুই দেশের সীমানা নির্ধারিত করে দড়ি দিয়ে লঞ্চ লাগিয়ে অস্থায়ী বর্ডার তৈরি হবে। কেউ কারও সীমান্ত অতিক্রম করার অনুমতি পাবে না। বিকেল থেকেই বিসর্জন শুরু হয়ে যায়, শেষ করতে হবে অন্ধকার হওয়ার আগেই।

পশ্চিম মেদিনীপুর প্রশাসনের মানবিক উদ্যোগ 'স্নেহ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উৎসাহ দিতে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'স্নেহ' নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে জেলাশাসক কেক কেটে শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের হার না মানার জেদ নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। জেলাশাসক বলেন, 'এই শিশুরা কোনোভাবেই করুণার পাত্র নয়, এরা সমাজের গর্ব। ওদের হার না মানার মানসিকতা আমাদের সকলের কাছে অনুপ্রেরণা।' জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক শিশুদের সঠিক যত্ন নেওয়া ও স্বাস্থ্য বিধি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন কৃতী ছাত্র স্বর্ণিভ বেরা তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করেই আমরা জীবনকে আলিঙ্গন করতে শিখি।' তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে আত্মমর্যাদা ও আশার এক দৃঢ় বার্তা। তিনি জানান, 'অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর স্বপ্ন দেখার সাহস হার মানাতে পারে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে। জেদ আর মনোবল পারে সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে

মানুষকে তাঁর স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে।' এদিন জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয় দৃষ্টিশক্তিহীন হয়েও আইএএস উত্তীর্ণ এবং বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) কেম্পা হোন্নাইয়াকে। তাঁর জীবনসংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। অনুষ্ঠানে ১৪৬ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে স্বপ্নসম্ভব প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় উপহার, নিউট্রিশন কিট, আঁকার সরঞ্জাম। প্রতিটি শিশুর জন্য নিরন্তর লড়াইকারী মায়েদের সম্মান জানিয়ে উপহার দেওয়া হয় একটি করে শাড়ি। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি-সহ অন্যান্য।

বিহারের নালন্দা থেকে উদ্ধার চন্দননগরের নিখোঁজ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিহারের নালন্দা থেকে নিখোঁজ ছাত্রীকে উদ্ধার করল চন্দননগরের পুলিশ। তবে অভিযুক্ত যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সেখান থেকে প্রেম। তারপরে দিদার থেকে ১০০ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায় চন্দননগরের দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। পুলিশ সূত্রে খবর, স্কুলে অনুষ্ঠান আছে বলে ১২ সেপ্টেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই নাবালিকা। প্রতিদিন পুলকারেই যাতায়াত করত। কিন্তু ওই দিন টোটো করে স্কুলে যাবে বলে বায়না করে। কিছুটা টের পাননি পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা অনুমতিও দিয়ে দেন। শুধু স্কুলে যাওয়ার সময় দিদার থেকে ১০০ টাকা সে নিয়ে যায়। কিন্তু বিকেলে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। ছাত্রীর মোবাইলে ফোন করেন বাড়ির লোক। কিন্তু সেটাও বন্ধ ছিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন ছাত্রীর মামা। কিন্তু সেখানেও না পেয়ে শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করে ছাত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখে পুলিশ। তখনই বিহারের এক যুবকের সঙ্গে তার প্রেমের কথা জানা যায়। ফোনেও দু'জনের কথাবার্তা হতো। ওই যুবক চন্দননগরে আসতেন বলেও জানা গিয়েছে। এর পরেই বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে বিহারে রওনা দেয় পুলিশ। জানা গিয়েছে, বিহারের নালন্দার একটি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল নাবালিকাকে। সেখান থেকেই তাকে উদ্ধার করে পুলিশ। তবে ওই যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুঃস্থদের পাশে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দেবীপক্ষের সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে কাঠিও পড়েছে। আর কয়েকদিন পরে মর্তে মায়ের আগমন। তাই শারদীয়ার প্রাক্কালে কচিকাঁচাদের জন্য উপহারের ডালি নিয়ে হাজির হল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। বাঁকুড়া সদর থানার তত্ত্বাবধানে এবং বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে এদিন বাঁকুড়া শহরের রাগিনী লজে ১৩৪ জন কচিকাঁচার হাতে তুলে দেওয়া হল শারদীয়ার উপহার। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের সুপার বৈভব তেওয়ারি জানান, শারদীয়ার আগে বাচ্চাদের হাতে উপহার তুলে দিতে পেরে তাঁরা খুশি। আগামী দিনে এরকমভাবে বাচ্চাদের পাশে থাকার চেষ্টা করা হবে পুলিশের তরফ থেকে। এই ধরনের ভালোবাসা এবং উপহার পেয়ে বেজায় আপ্লুত কচিকাঁচারাও।

উকা রেলগেট বন্ধ করার সিদ্ধান্তে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সম্প্রতি রেল দপ্তর পুরুলিয়ার জেলাশাসককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা-ভোজুডি রেলপথে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত উকা গ্রামের পাশে অবস্থিত উকা রেলগেটটি বন্ধ করে, ওই রেল গেটের অদূরে সাবওয়ে বা আন্ডার পাশ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সোমবার বিকেলে তারই পরিদর্শন করতে যান রেলের উচ্চ পদস্থ কর্তারা ও রঘুনাথপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রঘুনাথপুর ২ ব্লকের বিডিও পঙ্কজ দাস, রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি গৌরাঙ্গ বাউড়ি-সহ অন্যান্যরা। গ্রামবাসীরা পরিদর্শন করতে আসা রেল ও রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনকারীদের মধ্যে রাধেশ্যাম মাহাত, চায়না মাহাতরা জানান, উকা রেলগেটে বন্ধ করে দেওয়া রেলের সিদ্ধান্ত তারা মানবে না। রেল কর্তৃপক্ষ ওই গেট বন্ধ করে যে সাবওয়ে বা আন্ডার পাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই উচ্চতা কম। ওই কম উচ্চতা সম্পন্ন সাবওয়ে দিয়ে ধান বোঝাই গাড়ি যাতায়াত করা সম্ভব হবে না। তাই তাদের দাবি, সাবওয়েটি বেশি উচ্চতা সম্পন্ন করতে হবে এবং উকা রেল গেটের থেকে ৫০০ মিটার দূরত্বের মধ্যেই তা তৈরি করতে হবে।

কালনার হাটগাছা গ্রামে এবার আকর্ষণ 'পুতুল দুর্গা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমানের কালনার হাটগাছা গ্রামে এক ভিন্ন আঙ্গিকে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে সকলের নজর কাড়লেন তরুণ শিল্পী তাপস পাল। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে তিনি গড়েছেন পুতুল-আকৃতির দুর্গা, গণেশ, সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী এবং মহিষাসুরকে।

তবে সবার থেকে আলাদা ভাবনার ছোঁয়া রয়েছে দুর্গার চোখে, যেখানে মণির ভেতর ফুটে উঠেছে জ্বলজ্বলে শিবলিঙ্গ। প্রায় দেড় মাসের নিরলস প্রচেষ্টায় এই অভিনব প্রতিমাটি গড়ে তুলেছেন তাপসবাবু। আগামী দিনে কালনা শহরের যোগীপাড়া এলাকার একটি প্যান্ডেলে এই প্রতিমাটি স্থাপন করা হবে। শিল্পীর আশা, তাঁর এই অভিনব ভাবনা আগামী দিনে আরো বহু পরিসরে কাজের সুযোগ এনে দেবে। তবে আক্ষেপের সুরও শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে। গ্রামাঞ্চলের শিল্পী হওয়ায় সাবেকি প্রতিমা ছাড়া অন্যরকম কাজের চাহিদা তেমনভাবে মেলে না। তবু ভিন্নতার ছোঁয়ায় পুতুল দুর্গার এই প্রতিমা ইতিমধ্যেই কৌতূহল জাগিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে। দুর্গোৎসবের আগেই এমন শিল্পনৈপুণ্য নিঃসন্দেহে উৎসবের আনন্দকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে তুলবে।

'এক পের মা কে নাম' কর্মসূচি আরামবাগ হাইস্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে 'এক পের মা কে নাম' কর্মসূচি সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গলবার আরামবাগ হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গাছ বসানো এবং তাকে লালন পালনের যেমন বার্তা দেওয়া হয়, তেমনি মায়ের প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব বোঝানো হয়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় ছাত্রছাত্রীদের

এই কর্মসূচির গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝান এবং গাছ বসানোর পাশাপাশি মা ও বাবার প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার বার্তা দেন। প্রসঙ্গত, 'এক পের মা কে নাম' একটি সরকারি বৃক্ষরোপণ অভিযান। যা মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে একটি গাছ লাগানোর মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি মায়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা এবং একটি সবুজ ও সুস্থ ভবিষ্যৎ গড়ার উপর জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২৪ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই অভিযানের উদ্বোধন করেন। এদিন আরামবাগ হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা পরিবেশ ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার অঙ্গীকারে উৎসাহিত করেন। এই বিষয় ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, 'পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে। আমরা মায়ের নামে একটি গাছ বসানোর মাধ্যমে এক পের মা কে নাম কর্মসূচির সূচনা করেছি। মায়ের নামে বাড়িতে অথবা পথের ধারে গাছ লাগানোর কথা ছাত্রছাত্রীদের বলা হয়েছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা খুব প্রয়োজন।'

সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত আনন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রমানাথ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র উপহার তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক গড়িয়া বাজার শাখা (রুরাল) এবং শকুন্তলা পার্ক শাখা (মেট্রো) জন্য লিজে প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, গড়িয়া বাজার এলাকা এবং শকুন্তলা পার্ক শাখা এরিয়া, কলকাতা সিটি, জেলা - ২৪ পরগনা, পব পরিমাণ ১১০০ থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ন্যূনতম ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা এবং আনুমানিক ১০০ বর্গফুট এটিএম স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম ২৪.০৯.২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে ১০.১০.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১০.১০.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে www.indianbank.in ওয়েবসাইট থেকে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

"ফর্ম নং আরএসসি- ৪"
(এনসিএলটি এর রুল ৩(৩) (২০১৬ সালের (কোম্পানির শেয়ার মূলধন হ্রাসের প্রক্রিয়া) রুলস অধীনে)
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-১ (বেঞ্চ) সমীপে, কোম্পানি আবেদন নং সিপি/১৩৯/কেবি/২০২৫
সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত :২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৬৬ এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের (কোম্পানির শেয়ার মূলধন এর হ্রাস প্রক্রিয়া) ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল রুলসের অধীনে এবং
বিউ ওভারসিজ লি
CIN : L51109WB1993PLC057984
(১৯৫৬ সালের পূর্বতন কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি ,রেজিস্টার্ড অফিস : ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,একতলা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত, ৭০০০৭২।

... কোম্পানি আবেদন/কোম্পানির নোটিশ প্রকাশনা
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ-১ (বেঞ্চ) সমীপে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী কোম্পানির পুঞ্জিভূত ক্ষতি পরিমাণ ২৩,১৪,৫৩,৫৪৫ টাকা (তেইশ কোটি চৌদ্দ লাখ তিপ্পান্ন হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) প্রস্তাবিত বাতিলের জন্য যা ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে নিরীক্ষিত ব্যালেন্সিটে প্রতিফলিত নিম্নোক্ত মতে ক) পরিমাণ ৬, ২৩,৪৮,৩১৮ টাকা (ছয় কোটি তেইশ লাখ আটচল্লিশ হাজার তিনশো আঠারো টাকা) মূলধন সরক্ষণের পরিমাণ থেকে বাতিল ঘোষণা; খ) পরিমাণ ২,৮৫,১৮,৮৯৭ টাকা (দুই কোটি পঁচাশি হাজার আঠারো হাজার আটশো সাতানব্বই টাকা) সিকিউরিটিজ প্রেমিয়াম রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট থেকে এবং গ) অবশিষ্ট পরিমাণ ১৪,০৫,৮৬, ৩৩০ টাকা (চৌদ্দ কোটি পাঁচ লাখ ছিয়াশি হাজার তিনশো ত্রিশ টাকা) মোট আনুমানিক ৯৯.৪২ শতাংশ পরিমাণ মোট ইস্যুর, বন্টিত, এবং আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূল কোম্পানির যা সমন্বিত হবে বাতিল এবং অন্যান্য নিঃশেষ হওয়া ১,৪০,৫৮,৬৩৩ টাকা (এক কোটি চল্লিশ লাখ আটান্ন হাজার ছয়শো তেত্রিশ) ইক্যুইটি শেয়ার প্রাথমিক মূল্য ১০ (দশ টাকা) প্রতিটি হিসেবে এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।
কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদন দাখিলের তারিখ পর্যন্ত নিশ্চিত করেছে যে, কোনও জামিনদত্ত বা অজামিনদত্ত বিনিয়োগকারী নেই, ফলে, বিনিয়োগকারীগণের কোনও তালিকা রচিত হয়নি।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, মহামান্য ট্রাইবুনাল আবেদনের শুনানির তারিখ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ধার্য করেছে। কোনও ব্যক্তির প্রস্তাবিত শেয়ার মূলধনের হ্রাসের বিষয়ে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, একতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২ ঠিকানায় পাঠিয়ে শুনানির দিন ট্রাইবুনাল সমীপে উপস্থিত হতে পারেন।

বিউ ওভারসিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
শ্রী প্রণব চক্রবর্তী
(সর্বক্ষণের ডিরেক্টর)
তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১

পরিশিষ্ট - ৪-এ
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১০.১০.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১০.১০.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৪,৫২,২২,০১২.৩০ টাকা (চার কোটি বাহান্ন লাখ বাইশ হাজার বারো টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা** ২৭.০৯.২০১৬ থেকে অধার্য সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য বকেয়া সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স স্বচ্ছ বেভারেজেস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস লেমন ফ্রেশ, ৩য় তল, ২৯/১, কলাবাগান লেন, ডুমুরজলা, হাওড়া - ৭১১১০৪ এবং জামিনদাতাগণ **(ক) শ্রী মানস রায় (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** পি/৮৮/১, বেনারস রোড, হাওড়া - ৭১১১০৮ **(খ) শ্রী রোহিত লোহিয়া (জামিনদাতা)** ৩২, রামেশ্বর মালিয়া লেন, ২৯, হাওড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, হাওড়া - ৭১১১০১ **(গ) শ্রী সুনীল ঘোষ (জামিনদাতা)** ৪/১এ, রজব আলি লেন, পো - খিদিরপুর, কলকাতা - ৭০০০২৩ **(ঘ) শ্রীমতী ইন্দ্রানী চক্রবর্তী (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** ২০ কেবিএ লেন পূর্ব সিক্সথ রোড সন্তোষপুর, পূর্ব যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭০০০৭৫ **(ঙ) মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রা. লি.** রেজি অফিস লেমন ফ্রেশ, ২৯/১, ললাবাগান লেন, ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের বিপরীতে, হাওড়া - ৭১১১০১ কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ নিম্নোক্ত মতে :

নং	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা
১	ফ্ল্যাট নং ২১৪, ৩য়তলে, এরিয়া ৬৬৬ বর্গফুট ভবন/সোসাইটি নাম : ভিভিয়েন ভ্যালি, স্ট্রিট/এরিয়া নাম : কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ল্যান্ড মার্ক : লেক ল্যান্ড কান্ট্রি ক্লাব কমপ্লেক্স, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১১৪০৩ (আরএস দাগ নং ৬৩৭০, এলআর দাগ নং ৬৩৯৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮২১/১, জেএল নং ৫১, মৌজা : নিবরা, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া), দলিল নং ১-১৭১৬ -২০১০ সালের,সম্পত্তি শ্রী মানস রায় এর নামে। **(ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)।**	১৮,০০,০০০ টাকা (আঠার লাখ টাকা)	১,৮০,০০০ টাকা (এক লাখ আশি হাজার টাকা)

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক **https://BAANKNET.com** দেখুন।
খ) আগ্রহী দরদাতা/দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে **NEFT/RTGS** ট্রান্সফারের মাধ্যমে তাদের ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে।

তারিখ ঃ ২৪.০৯.২০২৫ স্থান ঃ কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই এএমসিসি উলুবেড়িয়া (৬২৯৭৭)
১ম ফ্লোর, আভারিয়া ইন, মনসাতলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া- ৭১১৩১৬, ই-মেইল: sbi.62977@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি উলুবেড়িয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ -কে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন, ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ -কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লখিত অর্থ এবং এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এএমসিসি উলুবেড়িয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের -এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স বিশালাক্ষ্মী ফার্মেসী স্বত্বাধিকারী শ্রী বিশ্বজিৎ সিং** পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং গ্রাম ও ডাকঘর- মোল্লাহাট, সরিষানি, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া - ৭১১৩১৪, **জামিনদার:** ১. **শ্রীমতি রিঙ্কু সিং** স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ সিং গ্রাম ও ডাকঘর- মোল্লাহাট, সরিষানি, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া ৭১১৩১৪। ২. **শ্রী সুরজিৎ সিং** পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং গ্রাম ও ডাকঘর- মোল্লাহাট, সরিষানি, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া- ৭১১৩১৪ **এ/সি নং- ৩১৫৫৩১১৫০৫৮ (সিসি), ৪০২৫৩৮৩৯২৬৬ (এফআইটিএল) ও ৪০২৫৩৮৫০৯৮৩ (ডব্লিউসিটিএল)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বাড়ি প্রায় **১৮ ডেসিমেল** কমবেশি পরিমাপের, মৌজা - সরিসানি, জে.এল. নং ৯৭, দাগ নং ৩৪৩৭/৩৯১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৪, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৮৩, গ্রাম - মোল্লা, ডাকঘর ও থানা - শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া -তে অবস্থিত। ২০০৬ সালের দলিল নং আই-৩৭২৯,বুক নং-১, ভলিউম নং ৫৯, পৃষ্ঠা ৩৩ থেকে ৩৮ পর্যন্ত, এ.ডি.এস.আর.ও. শ্যামপুর, জেলা - হাওড়া। **সম্পত্তিটি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং, পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং-এর নামে রয়েছে।**	১) ০৭.০৭.২০২৫ ২) ২২.০৯.২০২৫ ৩) **২৫,৯০,৯২২.৯১ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ নব্বই হাজার নয় শত বাইশ টাকা ও একানব্বই পয়সা মাত্র) ২৫.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, সাথে আরও সুদ খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি যুক্ত হবে।
২.	**শ্রী বিশ্বজিৎ সিং** পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং গ্রাম ও ডাকঘর- মোল্লাহাট, সরিষানি, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া ৭১১৩১৪, **এ/সি নং- ৩২২৯২৯৯৪৭৯৩ (এইচএল), ৩২২৯২৯৯৪৯৫৩ (সুরক্ষা), ৩৪০০৫৮৩২৬৯৮৮ (এইচএল) এবং ৩৭১৯০৬৯৫৯৩১ (টপ-আপ)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বাড়ি প্রায় **১৮ ডেসিমেল** কমবেশি পরিমাপের, মৌজা - সরিসানি, জে.এল. নং ৯৭, দাগ নং ৩৪৩৭/৩৯১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৪, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৮৩, গ্রাম - মোল্লা, ডাকঘর ও থানা - শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া -তে অবস্থিত। ২০০৬ সালের দলিল নং আই-৩৭২৯,বুক নং-১, ভলিউম নং ৫৯, পৃষ্ঠা ৩৩ থেকে ৩৮ পর্যন্ত, এ.ডি.এস.আর.ও. শ্যামপুর, জেলা - হাওড়া। **সম্পত্তিটি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং, পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং-এর নামে রয়েছে।**	১) ০৭.০৭.২০২৫ ২) ২২.০৯.২০২৫ ৩) **২০,৯২,৪৪২.০৭ টাকা** (বিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার চার শত বিয়াল্লিশ টাকা ও সাত পয়সা মাত্র) ২৫.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, সাথে আরও সুদ খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি যুক্ত হবে।
৩.	**মেসার্স বিশালাক্ষ্মী এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী শ্রী বিশ্বজিৎ সিং** পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং গ্রাম ও ডাকঘর- মোল্লাহাট, সরিষানি, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া ৭১১৩১৪, **জামিনদার:** ১. **শ্রীমতি রিঙ্কু সিং** স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ সিং গ্রাম ও ডাকঘর- মোল্লাহাট, সরিষানি, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া ৭১১৩১৪। ২. **শ্রী সুরজিৎ সিং** পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং গ্রাম ও ডাকঘর- মোল্লাহাট, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া- ৭১১৩১৪ **এ/সি নং- ৩৫৮৬৭৫৫৭৪৮৮ (সিসি), ৪০২৫৪১০৯৫২৩ (এফআইটিএল) এবং ৪০২৫৪১৬৪৭২২ (ডব্লিউসিটিএল)**	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বাড়ি প্রায় **১৮ ডেসিমেল** কমবেশি পরিমাপের, মৌজা - সরিসানি, জে.এল. নং ৯৭, দাগ নং ৩৪৩৭/৩৯১৩, আর.এস. খতিয়ান নং ১০৪, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৮৩, গ্রাম - মোল্লা, ডাকঘর ও থানা - শ্যামপুর, জেলা- হাওড়া -তে অবস্থিত। ২০০৬ সালের দলিল নং আই-৩৭২৯,বুক নং-১, ভলিউম নং ৫৯, পৃষ্ঠা ৩৩ থেকে ৩৮ পর্যন্ত, এ.ডি.এস.আর.ও. শ্যামপুর, জেলা - হাওড়া। **সম্পত্তিটি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং, পিতা- গোপাল চন্দ্র সিং-এর নামে রয়েছে।**	১) ০৭.০৭.২০২৫ ২) ২২.০৯.২০২৫ ৩) **১৭,৫২,৯৩৯.১৬ টাকা** (সতেরো লক্ষ বাহান্ন হাজার নয় শত ঊনচল্লিশ টাকা ও ষোলো পয়সা মাত্র) ২৫.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত, সাথে আরও সুদ খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি যুক্ত হবে।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫
স্থান : উলুবেড়িয়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৩.০৭.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১) মেসার্স মডার্ন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল (স্বত্বাধিকারী ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) ঋণগ্রহীতা ঠিকানা** - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **(২) শ্রী ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বত্বাধিকারী মেসার্স মডার্ন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল)** ঠিকানা - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **(৩) শ্রী শান্তিদুলাল ব্যানার্জি,** পিতা অমূল্য চন্দ্র ব্যানার্জি (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) ঠিকানা - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **(৪) শ্রীমতী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়,** স্বামী শ্রী শান্তি দুলাল ব্যানার্জি (জামিনদাতা) ঠিকানা - ২২৫ ই, রাসবিহারি এভিনিউ, একতলা, কলকাতা - ৭০০০১৯ আরও ঠিকানা - প্রেমিসেস নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, ওয়ার্ড নং ২, বারাসত পুসসভা অধীন, থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং ৬, (৩য় তল) পূরবী হাউসিং ১৮/১৪ যশোর রোড, পো এবং থানা - বারাসত, কলকাতা - ৭০০১২৪ **গোলপার্ক শাখা থেকে** ঋণ গৃহীত, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২,৩২,৭০,৫৮৮.০০ টাকা (দুই কোটি বত্রিশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) ০২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ, তাৎক্ষণিক ব্যয় এনপিএ ঘোষণার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২,৩২,৭০,৫৮৮.০০ টাকা (দুই কোটি বত্রিশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ অষ্টআশি টাকা) ০২.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির তপশিল
বন্ধকদত্ত সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২ কাঠা ৬ ছটাক এবং ১৮ বর্গফুট দাগ নং ৫১৯ এবং ৭ ছটাক ৫ বর্গফুট দাগ নং ৫১৬ (অর্থাৎ মোট ২ কাঠা ১৩ ছটাক ২৩ বর্গফুট কমবেশি), তদস্থিত বসবাসের ভবন আরএস খতিয়ান নং ১৬৪, দাগ নং ৫১৬ এবং ৫১৯,মৌজা : বনমালিপুর, জেএল নং ৮০, হোল্ডিং নং ১৪/সি, কে কে মিত্র রোড, পো : বারাসত, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ২৫, বারাসত পুরসভা অধীন, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৪, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৪২৭০-১৯৮৯ অধিগৃহীত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ; পূর্বে : সতীনাথ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যর ভবন; দক্ষিণে : নন্দলাল রায় এবং অন্যান্যর ভবন; পশ্চিমে : বালেশ্বর সাহনি এর ভবন। **মালিক : শ্রী শান্তিদুলাল ব্যানার্জি।**

দ্রষ্টব্য : সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে পূর্বের ইস্যুকৃত যেকোনও নোটিশ প্রত্যাহার/বাতিল করা হল।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.০৬.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতাগণ : (১) মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা. লি. ঠিকানা** - রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক ২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (ই) পো - বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪ পশ্চিমবঙ্গ **(২) অমিত খৈতান (ডিরেক্টর মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা. লি.)** পিতা শ্রী বিজয় প্রকাশ খৈতান, ডিরেক্টর/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা ঠিকানা - রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক ২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (ই) পো - বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪ আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠ তল, ১০৫৪, সিলভার ওক এস্টেট, টাওয়ার ১, কালী পার্ক, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৬ **(৩) অজিতা খৈতান (ডিরেক্টর মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা. লি.)** স্বামী শ্রী অমিত খৈতান ডিরেক্টর/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা ঠিকানা - রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক ২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (ই) পো - বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪ আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠ তল, ১০৫৪, সিলভার ওক এস্টেট, টাওয়ার ১, কালী পার্ক, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৬ **(৪) মেসার্স ম্যাটস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা. লি. (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** ঠিকানা - রিজেন্ট গারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপারেল পার্ক, ব্লক ২, ইউনিট নং ১০১, যশোর রোড (ই) পো - বামনগাছি, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪ আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট ৬ষ্ঠ তল, ১০৫৪, সিলভার ওক এস্টেট, টাওয়ার ১, কালী পার্ক, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৬ **বেলিয়াঘাটা শাখা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** থেকে গৃহীত ঋণ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৯৮,১০,২০৮.০০ টাকা (সাত কোটি আটানব্বই লাখ দশ হাজার দুশো আট টাকা) ২৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেনে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **৭,৯৮,১০,২০৮.০০ টাকা (সাত কোটি আটানব্বই লাখ দশ হাজার দুশো আট টাকা) ২৫.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির তপশিল
সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৭ কাঠা ৭ ছটাক ২৬ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত অংশ দাগ নং ১১৫৮, আরএস খতিয়ান নং ২৩৬২, মৌজা : বড়িশা, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ২৩৯, থানা : ঠাকুরপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৩ অধীন, পূর্বতন প্রেমিসেস নং ৪৭/১৭/৬, কৈলাশ ঘোষ রোড, বর্তমানে ৮৪৯ এবং ৮৫০ কৈলাশ ঘোষ রোড। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কে জি রোড, পূর্বে : দাগ নং ১১৫৭, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৮৫০, কৈলাশ ঘোষ রোডের অংশ, পশ্চিমে : ১৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
মালিক : ম্যাটস ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা লি. (শ্রী অমিত খৈতান, পিতা বিজয় প্রকাশ খৈতান কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী)।
সম্পত্তি ২ : সমপরিমাপ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ইউনিট নং ৩এল/বি৪, বিক্রয়যোগ্য এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ১৬৬০ বর্গফুট কমবেশি ষষ্ঠতলে, টাওয়ার -১ , সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবহারযোগ্য কক্ষের নং ইউআর-০২ (কর্মী কোয়ার্টার) বিক্রয়যোগ্য এরিয়া (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৮৪ বর্গফুট (আনুমানিক), কমবেশি ষষ্ঠতলে, টাওয়ার-১ এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ৫৪ (আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট), বেসমেন্টে জি-৮ তলা ভবনে পরিচিত সিলভারওক এস্টেট, এবং অবিভক্ত যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত টাওয়ার নং ১ নির্মিত সকল অংশ জমির রেয়া ৪১৪ কাউয়াস সমপরিমাপ ৬৮৪.২৯ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মর্ন সালুয়া, জেএল নং ৩, এলআর দাগ নং ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০১, ৫০২, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২৯, ৫৩৫,৫৩৮,৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮ এবং ৫৩৫/৫৫৮। এলআর খতিয়ান নং ১১৬৮, ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭১, ১১৭২, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৫, ১২৬২, ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৭. ১২৬৮, ১২৮২, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮০, ১১৮১, ১১৮২. ১১৮৩, ১১৮৪, ১৩০৩, ১৩০৪, ১৩০৫, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১২৩০, ১২৩১, ১২৩২, ১২৩৩, ১২৩৪, ১২৩৫, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৪০. ১২৪১, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৪, ১২৪৫, ১২৪৬, ১২৪৭, ১২৪৮, ১২৪৯, ১২৫০, ১২৫৮, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১১৮৫, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৮৮. ১১৮৯, ১১৯০, ১১৯১. ১১৯২, ১১৯৩, ১১৯৪, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮, ১১৯৯, ১২০০, ১২০১, ১২০২, ১২০৩, ১২০৪, ১২০৫, ১২০৬. ১২০৭, ১২০৮, ১২০৯, ১২১০, ১২১১, ১২১২, ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১২১৮, ১২১৯, ১২২০, ১২২১, ১২২২, ১২২৩, ১২২৪, ১২২৫, ১২২৬, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৭৫, ১২৭৬, ১২৭৭ এবং ১২৭৮ থানা : এয়ারপোর্ট, পো অফিস : রাজারহাট, ওয়ার্ড নং ৫ এবং ৭ বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন (পূর্বতন রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৩৬, **সম্পত্তি অজিতা খৈতান এবং অমিত খৈতান এর নামে।**
সম্পত্তি ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক ইউনিট ১০১ পরিমাপ ৬০০৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতলায় ব্লক ২ অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ জমির উক্ত ইউনিটে অবস্থিত সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট নির্মাণ জমির পরিমাপ ১৯.৮১ একর কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সিথি, জেএল নং ১০১,আরএস খতিয়ান নং ১৮৮৪,থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভা ওয়ার্ড নং ১ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৪/১/১, এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস কদম্বগাছি এবং জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস বারাসত।
মালিক : মেসার্স বারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.
সম্পত্তি ৪ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট নং ১০২ পরিমাপ ৬০০৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দোতলা ব্লক ২ অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ জমির উক্ত নির্মাণ অবস্থিত সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অবস্থিত সকল সুবিধা এবং পরিষেবা অন্যান্য সকল সুবিধা এবং অধিকার ভোগ দখলের অধিকার সহ জমির পরিমাপ ১৬.০০ একর কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সিথি, জেএল নং ১০১, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ১ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৪/১/১, এবং অতিরিক্ত জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস কদম্বগাছি, জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস বারাসত।
মালিক : মেসার্স রারসাসে অ্যাপারেলস প্রা লি.

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

চাতরায় রাজা রামমোহন রায়ের মামার বাড়িতে ঐতিহ্য মেনে হয়ে আসছে দশভুজার আরাধনা

গঙ্গা জল দিয়ে পুজোর সমস্ত ভোগ রান্না করেন পুরোহিতরা

বনস্পতি দে

শ্রীরামপুর: লোক মুখে কথিত আছে, শ্রীরামপুরের চাতরার দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো শ্রীরামপুর শহরের সবথেকে প্রাচীন পুজো। বাঙালির নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের নাম জড়িয়ে রয়েছে এই পুজোয়। ভট্টাচার্য পরিবারের দাবি, এই পুজোর বয়স ৬০০ বছর পেরিয়েছে। ইংরেজ শাসনের আগে যে বাড়িতে পুজো হতো, তার স্থান পরিবর্তন হয়েছে। এখন যে বাড়িতে পুজো হচ্ছে সেটাও ৩০০ বছর হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, একসময় দেশগুরু ভট্টাচার্যের বাড়ি টোল হিসেবে পরিচিত ছিল। দুর্গাপুজোর সময় দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা নৈবেদ্য নিয়ে আসতেন, তা দিয়েই হতো পুজোর আয়োজন। বছর কুড়ি আগে টোল-প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তবে দুর্গাপুজো এখনও চলছে। পরিবারের সদস্যরাই এখন এই পুজো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ি, রাজা রামমোহন রায়ের মামার বাড়ি। পরিবারের দাবি, রাজা রামমোহন রায়ের মা তারিণী দেবী ছিলেন এই বাড়ির মেয়ে। ছোটবেলায় রাজা রামমোহন রায় বেশ কয়েকবার পুজো কাটিয়েছিলেন তাঁর মামার বাড়িতে। কালের নিয়মে দুর্গাপুজোর জৌলুস আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। কিন্তু পুজোর পরম্পরা একই রয়ে গিয়েছে। পরিবার সূত্রে আরও দাবি, ঠাকুরদালানে থাকা বংশ তালিকা দেখলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। শ্রীরামপুরে এখনও পর্যন্ত দশমীর দিন দেবী প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় সবার আগে ভট্টাচার্য বাড়ির দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। তারপরে অন্য দেবী প্রতিমা নিয়ে আসা হয় গঙ্গায় নিরঞ্জনের জন্য। পুজোর সমস্ত ভোগের রান্নার দায়িত্ব থাকে পুরোহিতদের উপরে। সমস্ত রান্না হয় গঙ্গা জল দিয়ে। পুজোর ভোগ রান্নার উনুন এখনও ব্যবহার করা হয় কাঠের উনুন ও বিশেষ বাসনপত্র। এক সময়ে দেশগুরু ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো শুরু হয়ে যেত মহালয়ার দিন থেকেই। এখন পুজো হয় ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত।

নগরোন্নয়নের জেরে কমছে পদ্মের চাষ

সরকারকে নজর দিতে অনুরোধ পদ্ম চাষিদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেওয়া জলজ ফুলের রানি পদ্ম। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর জন্য অপরিহার্য এই পদ্ম ফুল। ১০৮টি পদ্ম ফুল দেবীর চরণে নিবেদন করতে হয় সন্ধি পুজোয়। কথিত আছে মহাদেবের মানস পুত্র রাবণকে বধ করতে অকালে দুর্গা পুজার সঙ্কল্প করেছিলেন রামচন্দ্র। সেই কারণে এই পুজো অকাল বোধন নামে পরিচিত। সেখানে দেবীর পুজোর উপচার হিসেবে দরকার ছিল ১০৮টি পদ্ম। সেই থেকে দুর্গাপুজোর উপচার হিসেবে পদ্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মনসা পুজোতেও অত্যাবশ্যক এই পদ্মফুল। কিন্তু সেই পদ্ম আজ অমিল। জলাশয়, খাল-বিল, বুজিয়ে ফেলে চলছে নগরোন্নয়ন। তার ফলে সংকট দেখা দিয়েছে পদ্মের। তাই দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে বালুরঘাট এলাকায়। পদ্ম চাষিরা বলছেন, পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে আগামী দিনে পদ্ম পাওয়া খুব কঠিন হবে পাশাপাশি দিনের পর দিন রাজ্য জুড়ে বাড়ছে দুর্গা পূজার সংখ্যা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলাশয় ভরাটের কাজ। তাই পদ্মের চাহিদা বেশি থাকায় জোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চাষিরা। অকাল পদ্মের বাজারে একটু বেশি লাভের আশায় নিজেদের পুকুরেই চাষ শুরু করেছেন অনেকেই। চাষিরা জানান, আগে গ্রামে গঞ্জে এমনকি মফঃস্বলে পদ্ম চাষের জলাশয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে জলাশয়ের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এখন বেশির ভাগ পুকুর গুলিতে মাছ চাষ বেশ লাভ জনক ব্যবসা হওয়ায় অনেকেই পদ্মের তুলনায় মাছ চাষকেই বেছে নিচ্ছেন। সমির রায় নামে এক পদ্ম চাষি জানান, 'গোটা বছরের মধ্যে এই সময় অর্থাৎ মনসা পুজো এবং দুর্গা পুজোয় পদ্মের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। নিজের পুকুরে অল্প জায়গায় চাষ করায় চাহিদা মতো পদ্মের যোগান দেওয়া যাচ্ছে না।' পুজোর সময় ১০০ পিস পদ্ম, ১০০০-১৫০০ টাকা দরে

পাইকারি বাজারে বিক্রি হয়। কিন্তু বছরের অন্য সময় ৭-৮ টাকা টাকা পিস দরে বিক্রি করতে হয়। পদ্মের সংকটের পাশাপাশি সংকটে রয়েছেন পদ্ম চাষিরাও। পুজো উদ্যোক্তারা বিগ বাজেটে পুজো করছেন। পুজোর কটা দিন আনন্দে মাতোয়ারা সকলেই। কিন্তু পদ্ম চাষের সংকট নিয়ে সরকার ভাবছে না বলে অভিযোগ চাষিদের। চাষিদের আশঙ্কা, বর্তমানে যে ভাবে পদ্ম ফুলের চাষ কমছে তাতে আগামী দিনে পদ্মের ঘাটতি কিভাবে পুরণ হবে তাই নিয়ে আশঙ্কার মেঘ জমেছে। তবে কী পদ্মের বিকল্প ফুলের সন্ধান করতে হবে? বেশির ভাগ ফুল ব্যাবসায়ীদের অভিমত, লোকাল জলাশয়ে পদ্মের চাষ কমেছে ফলে তাদের বাইরে থেকে পদ্ম আমদানী করতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে পদ্মচাষিদের চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই পদ্ম চাষিদের মতে, বেশি করে পদ্ম চাষ করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করুক সরকার, প্রশাসন।

সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে ইন্টারগেট কন্ট্রোল রুমের দ্বার উদঘাটন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে ইন্টারগেট কন্ট্রোল রুমের দ্বার উদঘাটন বসিরহাট পুলিশের। শারদোৎসবের আগেই ইন্টারগেট কন্ট্রোল রুমের দ্বার উদঘাটনের মধ্যে দিয়ে বসিরহাটবাসী আরও নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আসলো। ৫৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে বসিরহাট পুলিশ জেলার সীমান্ত সুন্দরবনের নজরদারি এখন প্রশাসনের হাতে মুঠোয়। শারদোৎসবের প্রাক্কালে ভারত-বাংলাদেশ সুন্দরবন ও সীমান্ত নজরদারি বাড়ালো জেলা প্রশাসন। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থেকে হিঙ্গলগঞ্জ, হেমনগর, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ-সহ মোট ১১টি থানাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে পুলিশ নিরাপত্তা বাড়ালো। ইতিমধ্যে ৫৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তার মূল কন্ট্রোল রুম বসিরহাট পুলিশ জেলার বসিরহাট থানার দ্বিতলে করা হয়েছে। মঙ্গলবার তারই দ্বার উদঘাটন করলেন ডিআইজি বারাসাত ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর হোসেন মেহেদি রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ, জেলা পুলিশ আধিকারিক দুর্বার ব্যানার্জি, বসিরহাট আইসি রক্তিম চট্টোপাধ্যায়-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন দোতলা ভবনে ইন্টারগেট কন্ট্রোল রুমের ফিতে কেটে মনিটর চালু করে শুভ সূচনা করেন। পুলিশ সুপার জানান, 'সীমান্ত লাগোয়া থানাগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর জায়গা। তার উপর সামনে দুর্গাপুজো। অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মীয় নিরাপত্তায় যাতে শান্তি বিঘ্নিত না হয় তার জন্য আজকে এই ইন্টারগেট কন্ট্রোল রুম খে ালা হল। এই রুমে বসে ১১টি থানার প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের উপর নজরদারি চালানো যাবে কে, কোথায় যাচ্ছে? কি অবস্থায় যাচ্ছে? জলপথে ও স্থলপথে, সব রকম নজরদারি চালানো যাবে।' বলা যায়, ক্যামেরার মাধ্যমে 'নিরাপত্তা' হাতের মুঠোয় নিয়ে আসলো জেলা প্রশাসন। সমাজবিরোধী অসামাজিক কাজ থেকে শুরু করে যে কোনও দুষ্কৃতী কার্যকলাপ অনেকটাই তাদের একেবারে নজরের মধ্যে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগেই মোবাইল পেট্রোলিন পুলিশ ভ্যান তো ছিলই সঙ্গে যুক্ত হলো ইন্টারগেট কন্ট্রোল রুম। যা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুনিশ্চিত করবে সাধারণ মানুষকে।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা জমিয়ে মাকে আবাহন গৃহলক্ষ্মীদের

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ● জামুড়িয়া

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক চালু করা হয় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং তাঁদের ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী করে তোলা। কিন্তু শিল্পাঞ্চলে ফুটে উঠলো অন্য চিত্র। বেশ কয়েক বছর ধরে শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়ার তপসী গ্রামের কোড়া পাড়ার একদল মহিলা নিজেদের সামান্য সঞ্চয় এবং বর্তমানে রাজ্য সরকারের দেওয়া লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জমানো টাকা দিয়ে দুর্গা পুজো করে তাক লাগাচ্ছেন। দুর্গা প্রতিমা এনে ও মণ্ডপ সাজিয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবেই দেবী দুর্গার আরাধনা করছেন তাঁরা। যা শিল্পাঞ্চলের বুকে এক অনন্য নজির গড়ে তুলেছে। জামুড়িয়ার তপসী গ্রামের কোড়াপাড়ার অধিকাংশ পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল। তবুও অর্থনৈতিক বাধাকে অতিক্রম করে আজ ১১ বছরে পদার্পণ করলো কোড়া পাড়ার মহিলা কমিটি দ্বারা পরিচালিত দুর্গাপুজো। যাবতীয় আচার-আচরণ ও রীতিনীতি মেনে সপ্তমী থেকে দশমী দেবী আরাধনায় মগ্ন থাকেন কোড়াপাড়ার মানুষজন। জানা যায়, মায়ের প্রতিমা আসে সদূর বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া থেকে। সার্বজনীন দুর্গা পূজা মহিলা কমিটির সেক্রেটারি বীণাপাণি বাউড়ি জানান, 'আমাদের গ্রামে দুর্গাপুজো হলেও সেটা আমাদের পাড়া থেকে অনেকটা দূরে হয়। যে কারণে পাড়ার ছোট ছোট কচিকাঁচা থেকে শুরু করে মহিলারা ঠিকমতো আনন্দ করতে পারেনা। নতুন জামা কাপড় গায়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরেই পুজো চারদিন কাটাতে হয়। তাই আমরা চিন্তাভাবনা করে এবং পাড়ার মহিলারা মিলে বৈঠক করে ২০১৪ সাল থেকে দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নিয়েছিলাম। নিজেদের সামান্য সঞ্চয় এবং গ্রামের অন্যান্য মানুষদের সহযোগিতায় এই পুজো চলছে। বর্তমানে দিদির দেওয়া

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা এবং পুজো অনুদান পেয়ে আমরা আগের থেকে এখন জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই পুজো উদযাপন করছি। যা দেখতে দেখতে ১১ বছরে পা রাখ ল।' সবশেষে তিনি বলেন, 'এই পুজোকে ঘিরে আরো নানান চিন্তাভাবনা রয়েছে কিন্তু আর্থিক কারণে অনেক জায়গায় আমরা থমকে যাচ্ছি। আশা করি সকলের সহযোগিতায় সেই বাধাও অতিক্রম করব।'

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭৭৫৩০৭

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর শর্তাবলীর সাথে পঠিত রুল ৯(১) অনুসারে প্রযোজ্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণ-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২১.১০.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	বকেয়া পাওনা	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**শ্রী শম্ভু শ'** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১/৪, ২য় ফ্লোর, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪ **শ্রীমতী পুস্পা শ'** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ১/৪, ২য় ফ্লোর, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০০৮৪	**২৭,১৮,৭৬২.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ আঠার হাজার সাতশো বাষট্টি টাকা মাত্র)** ২৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী এর সাথে উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি হারে ভবিষ্যত সুদ তৎসহ আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি যা বকেয়া আছে ০৮.০৫.২০২৪ তারিখ থেকে।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং I/৪ তৃতীয় তলে (পূর্ব দিকে) "ইছামতী" নামক ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৬৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ কম বেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, দাগ নং ৭৫৩, খতিয়ান নং ৫৯৬, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, থানা নরেন্দ্রপুর (পুরনো থানা সোনারপুর) জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক (গণ) ১. শম্ভু শ'**, পিতা মনোহর লাল শ', **২. পুষ্পা শ'**, স্বামী শম্ভু শ', দলিল নং ৩৯৯৬ - ২০০৬ সালের নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৫, পৃষ্ঠা ২০০৭-২০৩৭ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ **(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখলে রয়েছে)**	ক) ২০,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৫,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগ ব্যক্তি:** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ **পরিদর্শনের তারিখ: ১৪.১০.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৪.০৯.২০২৫, স্থান: কলকাতা | কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে | অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬, মোবাইল নং : ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮৭৭৭৭৩৮৬৭৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচের অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ আরও সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাররা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের, বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডকে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ চার্জ করা হবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং লোন এ/সি নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	শ্রী হরিদাস দত্ত (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী কল্পনা দত্ত (জামিনদাতা) লোন এ/সি নং ১৪৬৯৬৫১১০০০০০২৬৮	১. ১১.০৭.২০২৫ ২. ২০.০৯.২০২৫ ৩. **১৯,৩৫,১১৮.৩৮ টাকা** (উনিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার একশ আঠার টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) ০২.০৫.২০২৫ অনুযায়ী একত্রে পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ (০১.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে)	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত স্বত্ব /বিক্রয় দলিল নং ০৬৬৫৫৬-২০০৯ সালের দ্বারা বন্ধকদত্ত, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি পরিমাপ কমবেশি ০৪.০৬ ডেসিমেল পথ সহ(জমির পরিমাপ আনুমানিক ০৪.২৯০ ডেসিমেল জমি, চিহ্নিত প্লট নং ১ এবং জমি পরিমাপ ০.৩৪০ ডেসিমেল পথ জমি, চিহ্নিত প্লট নং ৬ সংলগ্ন চেন স্বত্ব দলিল এর সঙ্গে) তদস্থিত ভবন, অবস্থিত মৌজা : বসিরহাট, জেএল নং ৪৩, তৌজি নং ৬০০, আরএস নং ১৩৩, পূর্ব খতিয়ান নং ৩৯২৪, ৩৯২৫, ৩৯২৬, ১০১৬, ১১০৫৫ বর্তমান খতিয়ান নং ১২৮৮৩ (সম্পত্তি হরিদাস দত্ত এর নামে), এবং এলআর খ তিয়ান নং ১২৮৮২ (সম্পত্তি কল্পনা দত্ত এর নামে), আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫০০৪, স্থানীয় বসিরহাট পুরসভার ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ৬৯২/৬২৯,যদুনাথ বসু রোড, গ্রাম : বসিরহাট, সাঁইপালা (রবীন্দ্র ভবন এর নিকট), পো : বসিরহাট, এডিএসআরও এবং থানা : বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, শ্রেণি -জমির -বাস্তু,। চৌহদ্দি : উত্তরে : পুরসভা সড়ক, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অচিন্ত ব্যানার্জির জমি, পশ্চিমে : সনৎ কুমার বসুর জমি।
২	শ্রীমতী অর্পিতা মিত্র শর্মা (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী বিশাল কুমার শর্মা (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন এ/সি নং ০৭০২৬৭৫১০০০০৬৮৫৯ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০০৮৮১৫	১. ১৯.০৬.২০২৫ ২. ২০.০৯.২০২৫ ৩. **৩০,৮৫,৩৯৬.০৭ টাকা** (তিরিশ লাখ পঁচাশি হাজার তিনশ ছিয়ানব্বই টাকা এবং সাত পয়সা) ১০.০৪.২০২৫ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০২ পরিমাপ আনুমানিক ৯০০ বর্গফুট (এসবিইউ) ৫মতলে, (উত্তর পশ্চিম মুখী) ভবনের নাম পরিচিত বেলা অবেলা অ্যাপার্টমেন্ট, নির্মিত প্লট জমি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১২ ছটাক , অংশ সিএস দাগ নং ৫০১০/৬৫৪০, আরএস দাগ নং ৩০১২, সিএস খতিয়ান নং ৩১৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৩০, তৌজি নং ২৮/২২৯, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, মৌজা : কৃষ্ণপুর,কলকাতা : ৭০০১০১, থানা : রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং চিহ্নিত সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং এএস/১৫৪, বিএল-এ, এডি-১৫৭, রবীন্দ্রপল্লি,কৃষ্ণপুর, কলকাতা ৭০০১০১, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৩ অধীন। চৌহদ্দি : উত্তরে ১৮ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : সড়ক,দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৩০৬৭, পশ্চিমে : অংশ আরএস দাগ নং ৩০১২।
৩	ঋণগ্রহীতা শ্রী অয়নভ দত্ত লোন এ/সি নং ০০৬০৬৭৫১০০০৬৬৭১৪ এবং ০০৬০৬৭৫১০০০৬৬৬৬২	১. ২৭.০৬.২০২৫ ২. ২০.০৯.২০২৫ ৩. **৮,৬৫,৯০১.৬৪ টাকা** (আট লাখ পঁয়ষট্টি হাজার নশো এক টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) ২১.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া এবং ১০.০৫.২০২৫ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে যৌগিক হারে পরবর্তী সুদ সহ	**১. শ্রী অয়নাভ দত্ত কর্তৃক বন্ধকদত্ত সম্পত্তি :** জামিন আর্থিক সহায়তা, আপনি, ঠিকানা নং ১. অয়নাভ দত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ পৃথক বসবাসের ফ্ল্যাট, নং ০৩, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট কমবেশি একতলায় দক্ষিণ- পূর্ব-পশ্চিম মুখী, ১ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, উক্ত নবনির্মিত ভবনে পরিচিত অর্কিড অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ ৩ কাঠা ৫ ছটাকা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ১১০, আরএস খতিয়ান নং ১২০, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭ অধীন, হোল্ডিং নং ৮, প্রেমিসেস নং ১১, বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলি রোড, পো : সোদপুর, থানা : খড়দহ, কলকাতা : ৭০০১১০,এডিএসআর সোদপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, প্রস্তাবিত জি-৩ বহুতল ভবন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া বৈকুণ্ঠ গাঙ্গুলি রোড; **দক্ষিণে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** প্রশান্ত চক্রবর্তীর জমি; **পশ্চিমে :** ৩ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ফ্ল্যাট নং ২; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** ৪ ফুট চওড়া চালর পথ; **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং জমিস্থিত ভবন নির্মাণ স্থায়ীভাবে সমুদয়।
৪	দেবাশিস সেন (ঋণগ্রহীতা) এবং সোমা সেন (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন এ/সি নং ০০১২৬৭৫১০০০৫৬১০৬ এবং ০০১২৬৭৫১০০০৫৬০৯০	১. ১৯.০৬.২০২৫ ২. ২০.০৯.২০২৫ ৩. **৬,৪৩,৮৬৭.০০ টাকা** (ছয় লাখ তেতাল্লিশ হাজার আটশ সাতষট্টি টাকা) ১২.০৬.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (০৯.০৬.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) ১০.০৪.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ সহ উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৩০৩ ডেসিমেল, দাগ নং ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫ কমবেশি মৌজা : বালুড়িয়া, খতিয়ান নং ২১৫৩, জেএল নং ৩৭, পরগনা : আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, এডিএসআরও কদমগাছি, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে ওয়ার্ড নং ৫ (পূর্বতন ২৬) বারাসত পুরসভা সংযুক্ত হোল্ডিং নং ২৯৫/এ, বালুড়িয়া উত্তর (টালি খোলা)। এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১, মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৬ বর্গফুট কমবেশি তিনতলায় ভবনের নং বি১৭, অবস্থিত উক্ত হাউসিং প্রজেক্ট সাধারণভাবে পরিচিত এবং প্রখ্যাত লারিকা টাউনশিপ হিসেবে এবং উক্ত ফ্ল্যাট এবং যাবতীয় সুবিধা পরিষেবা সংশ্লিষ্ট হাউসিং কমপ্লেক্সের অধিকার ভোগ দখলের সহ প্রথম তপশিলের উল্লিখিত সম্পত্তি অনুযায়ী। হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত ৩.৩.২০১৭ তারিখে দেবাশিস সেন এর অনুকূলে দলিল নং ১৮৬০/২০১৭।
৫	শ্রী মিজানুর মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী মাজেদা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) লোন এ/সি নং ১১৩৭৬৭৫১০০০০১৮৪৭ ১১৩৭৬৭৫১০০০০১৯৫৩ ০১৮৪৬৭৫১০০০২২৬৬৮ এবং ১১৩৭৬৭৫১০০০০১৮৫৪	১. ১৯.০৭.২০২৫ ২. ২০.০৯.২০২৫ ৩. **৬০,৬২,৮২৩.৬০ টাকা** (ষাট লাখ বাষট্টি হাজার আটশ তেইশ টাকা এবং ষাট পয়সা) ১০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ (১০.০৪.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে)	**সমপরিমাপ বন্ধকদত্ত স্বত্ব/বিক্রয় দলিল নং ০৭৬৪৭ দ্বারা :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৪ ডেসিমেল কমবেশি আরএস এবং এলআর দাগ নং ১১৯৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৭/১, এলআর খতিয়ান নং ২৪২৭, ২৪২৮, ২৪২৯ এবং ২৪৩০, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ২৭২৮, অবস্থিত মৌজা : বৈকারা, জেএল নং ৭৪, হোল্ডিং নং ৫২/৪৪, বৈকারা দক্ষিণ পাড়া, স্থানীয় বাদুড়িয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬ অধীন, থানা : বাদুড়িয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৪৩৭। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আমিনুর মন্ডল; দক্ষিণে : সঙ্গীতা পারভিন, পূর্বে : আমিনুর মন্ডল; পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।

তারিখ : ২৪.০৯.২০২৫, স্থান : কলকাতা | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, বাঁকুড়া ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১
ইমেল : recvbankro@centralbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, প্রতীকী দখলীকৃত (সম্পত্তির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন) এবং **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দখলদারি নেই, যাইহোক ইচ্ছুক দরদাতা তাদের নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিতে পারেন সংশ্লিষ্ট দখলদারি, নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/ দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	মেসার্স অ্যাপেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি স্বত্বাধিকারী : সৌম্য ভট্টাচার্য শাখা : হলদিয়া	**সম্পত্তি ১ : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে সৌম্য ভট্টাচার্য,** পিতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৬২০৪ তারিখ ২৭ জুন, ১৯৭৩, সাব রেজিস্ট্রার সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন, অবস্থিত মৌজা : ভবানীপুর, থানা : ভবানীপুর, জেএল নং ১৫০, হাল খতিয়ান নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ২৫৪, প্লট নং ৮৬০/৮৬১ -১.২ ডেসিমেল /১৪.৪ ডেসিমেল মোট জমির এরিয়া ১৫.৬ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি প্লট নং ৬১ :** উত্তরে : ৪১ এনএইচ রোড; দক্ষিণে : প্লট নং ৮৬০। **প্লট নং ৮৬০ এর জন্য :** উত্তরে : প্লট নং ৮৬১; দক্ষিণে : সড়ক। **২. সম্পত্তি ২ : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ওরফে সৌম্য ভট্টাচার্য,** পিতা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২৫৭০ তারিখ ১১ মার্চ ১৯৭৪, সাব রেজিস্ট্রার সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর, জমি এবং ভবনের সকল অংশ মৌজা : ভবানীপুর, থানা : ভবানীপুর, জেএল নং ১৫০, হাল খতিয়ান নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ৩০২, প্লট নং ৮৫৮/৮৫৯, -১৫ ডেসিমেল/২ ডেসিমেল মোট জমির এরিয়া ১৭ ডেসিমেল। **চৌহদ্দি প্লট নং ৮৫৯ :** উত্তরে : প্লট নং ৮৫৮; দক্ষিণে : সড়ক। **প্লট নং ৮৫৮ এর জন্য :** উত্তরে : প্লট নং ৮৬৯; দক্ষিণে : প্লট নং ৮৫৯। **স্বত্ব দলিল নং ১-৬২০৪/১৯৭৩ এবং ১-২৫৭০/১৯৭৪।** সম্পত্তি আইডি : **CBINBANK1500APEX**	ক) ৩০.১১.২০১৮ খ) ২২৪.৩১ লাখ টাকা গ) ২৫.০৩.২০১৯ (প্রতীকী দখলীকৃত)	আরপি : ১,৬০,০৩,৫০০.০০ টাকা ইএমডি : ১৬,০০,৩৫০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	ইএমডি শুরুর তারিখ এবং সময়	ইএমডি জমার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
সমস্ত সম্পত্তির জন্য	১৮.১০.২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	২২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা	২২ অক্টোবর, ২০২৫, বিকেল ৪টে	২২ অক্টোবর, ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে : ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট : https://baanknet.com/ ই-নিলাম এজেন্সির সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত : পিএসবি অ্যালায়েন্স ই-বিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং : +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল : support.baanknet@psballiance.com
ডাকদাতার নথিভুক্তি এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে : ই-মেল : support.baanknet@psballiance.com। অনুগ্রহ করে কাজের দিন কাজের সময়ে হেলপডেস্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে।
পদক্ষেপ ১ : ডাকদাতা/ক্রেতার নথিভুক্তি : ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্তি করতে হবে **https://baanknet.com/** নিজের মোবাইল নং এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে।
পদক্ষেপ ২ : কেওয়াইসি যাচাই : ই-কেওয়াইসি এর ক্ষেত্রে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন পদক্ষেপ ১ এবং ২ ডাকদাতাকে যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে।
পদক্ষেপ ৩ : ইএমডি পরিমাণ : আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে অনলাইন মোডের মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে (এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাঙ্কিং) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে থেকে যথেষ্ট পূর্বে/নিলাম চলাকালীন সময়ে। কোনও কারণে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ না পাওয়া গেলে, সিস্টেম ডাক দিতে দেবে না। নথিভুক্তি, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে, নিলামের সময়ের পূর্বে। ডাকদাতারা একটি বা সকল সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে পারেন। ওয়ালেটে যথেষ্ট পরিমাণ ইএমডি থাকলে তবেই ডাকদাতারাা নিলামের দিন ডাক দিতে পারবেন। ডাকদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে (>=ইএমডি পরিমাণ) ডাকের সময়ে। একাধিক সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে চাইলে প্রতিটি সম্পত্তির জন্যই ইএমডি দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় জন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের নিজের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিলাম প্রক্রিয়াকালে ডাক/ ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।
পদক্ষেপ ৪ : ডাকের প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল : আগ্রহী নিবন্ধিত ডাকদাতারা পদক্ষেপ ১, ২ এবং ৩ সম্পূর্ণ করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে ডাক দিতে পারবেন।
কোনও কারণে কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবল একজনই ডাকাদাতা থাকেন তবে তিনি ই-নিলামে অংশ নেবেন এবং সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য বর্ধিত পরিমাণের সমতুল পরিমাণ ডাক পরিমাণ দেবেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে তিনি সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষিত হবেন না।
অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে ইএমডি দাখিল /নিলামের সময়ে ডাক দিতে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫
স্থান : বাঁকুড়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, বাঁকুড়া ফ্যান্সি মার্কেটের নিকট,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১
ইমেল : recvbankro@centralbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, প্রতীকী দখলীকৃত (সম্পত্তির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন) এবং **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দখলদারি নেই, যাইহোক ইচ্ছুক দরদাতা তাদের নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিতে পারেন সংশ্লিষ্ট দখলদারি, নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/ দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	**শ্রী সন্দীপ চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী, **শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী,** স্বামী শ্রী সন্দীপ চৌধুরী বি/ও -হলদিয়া	**বসবাসের ফ্ল্যাট স্বত্বাধিকারী শ্রী সন্দীপ চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত কালি চৌধুরী, এবং **শ্রীমতি মিঠু চৌধুরী,** স্বামী শ্রী সন্দীপ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১এ, পরিমাপ ১১৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দোতলায় দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ভবনের নাম লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস, মৌজা : খঞ্জনচক, জেএল নং ১৩৪, খতিয়ান নং ২২৮, সাবেক প্লট নং ৪৯০ এবং ৪৯৩, হাল প্লট নং ৭৮৪ এবং ৭৮৫, দুর্গাচক, পো এবং থানা : দুর্গাচক, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬০২। **বিক্রয় দলিল নং ১-৮০৩১ -১০.১০.২০১৭ সালের।** সম্পত্তির আইডি : **CBINBANK1500SANDIP**	ক) ১৮.০৪.২০২৩ খ) ২৬.৩২ লাখ টাকা গ) ২১.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখলীকৃত)	আরপি : ৩০,৪৮,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ৩,০৪,৮০০.০০ টাকা বিআইএ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	ইএমডি শুরুর তারিখ এবং সময় নিলাম পরিমাণ জমার জন্য	ইএমডি জমার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
সমস্ত সম্পত্তির জন্য	১৮.১০.২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	২২ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা	২২ অক্টোবর, ২০২৫, বিকেল ৪টে	২২ অক্টোবর, ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে : ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট : https://baanknet.com/ ই-নিলাম এজেন্সির সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত : পিএসবি অ্যালায়েন্স ই-বিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং : +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল : support.baanknet@psballiance.com
ডাকদাতার নথিভুক্তি এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে : ই-মেল : support.baanknet@psballiance.com। অনুগ্রহ করে কাজের দিন কাজের সময়ে হেলপডেস্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে।
পদক্ষেপ ১ : ডাকদাতা/ক্রেতার নথিভুক্তি : ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্তি করতে হবে **https://baanknet.com/** নিজের মোবাইল নং এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে।
পদক্ষেপ ২ : কেওয়াইসি যাচাই : ই-কেওয়াইসি এর ক্ষেত্রে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন পদক্ষেপ ১ এবং ২ ডাকদাতাকে যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে।
পদক্ষেপ ৩ : ইএমডি পরিমাণ : আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে অনলাইন মোডের মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে (এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাঙ্কিং) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে থেকে যথেষ্ট পূর্বে/নিলাম চলাকালীন সময়ে। কোনও কারণে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ না পাওয়া গেলে, সিস্টেম ডাক দিতে দেবে না। নথিভুক্তি, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে, নিলামের সময়ের পূর্বে। ডাকদাতারা একটি বা সকল সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে পারেন। ওয়ালেটে যথেষ্ট পরিমাণ ইএমডি থাকলে তবেই ডাকদাতারাা নিলামের দিন ডাক দিতে পারবেন। ডাকদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে (>=ইএমডি পরিমাণ) ডাকের সময়ে। একাধিক সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে চাইলে প্রতিটি সম্পত্তির জন্যই ইএমডি দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় জন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের নিজের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
নিলাম প্রক্রিয়াকালে ডাক/ ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।
পদক্ষেপ ৪ : ডাকের প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল : আগ্রহী নিবন্ধিত ডাকদাতারা পদক্ষেপ ১, ২ এবং ৩ সম্পূর্ণ করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে ডাক দিতে পারবেন।
কোনও কারণে কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবল একজনই ডাকাদাতা থাকেন তবে তিনি ই-নিলামে অংশ নেবেন এবং সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য বর্ধিত পরিমাণের সমতুল পরিমাণ ডাক পরিমাণ দেবেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে তিনি সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষিত হবেন না।
অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে ইএমডি দাখিল /নিলামের সময়ে ডাক দিতে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫
স্থান : বাঁকুড়া

অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সরকারি তহবিলের টাকায় দীপাবলির উপহার নয়

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: জনতার টাকায় দপ্তরের সৌন্দর্যায়ন হোক কিংবা মূর্তি প্রতিষ্ঠা, মন্ত্রীমশাইরা কখনই জনতার অনুমতি নেন না। এই ধরনের কাজের অনেকাংশেই জনতার লাভ-ক্ষতির সঙ্গে সম্পর্কহীন। দপ্তরে দপ্তরে দীপাবলির উপহার বিনিময় তেমনই একটি রেওয়াজ। সেই

নির্দেশিকা কেন্দ্রের

রেওয়াজে এবার দাড়ি টানল কেন্দ্র। সরকারি তহবিলের টাকায় দীপাবলি বা অন্য উৎসবে উপহার দেওয়া যাবে না, সবকটি মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ এবং কর্মচারীদের উদ্দেশে এই নির্দেশিকা জারি হল। এই বিষয়ে গত সপ্তাহেই একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল অর্থ মন্ত্রক। পিকে সিংয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'জনসাধারণের সম্পদের বিচক্ষণ ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহারের স্বার্থেই এই প্রচেষ্টা।' স্পষ্ট করা হয়েছে, 'ভারত সরকারের মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক দীপাবলি এবং অন্যান্য উৎসবে উপহার সম্পর্কিত জিনিসপত্র ক্রয় কোনও ব্যয় করা হবে না।'

'মায়াবিনী' গানেই শ্রদ্ধাঞ্জলি, পঞ্চভূতে বিলীন হলেন জুবিন

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর: 'মায়াবিনী' গানের মূর্ছনাতেই পঞ্চভূতে বিলীন হলেন জুবিন গর্গ। গোটা দেশ, গোটা অসমের চোখে জল। প্রিয় গায়ককে হারিয়ে শোকস্তব্ধ অনুরাগীরা। তবুও চোখে জল নিয়ে জুবিনের শেষকৃত্যে শ্মশানেই ভক্তরা ধরলেন জুবিনের গান 'মায়াবিনী'। হ্যাঁ, এমনটাই তো চেয়েছিলেন জুবিন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেই ছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর গোটা অসম যেন এই গান গায়।'

বিগত তিন দিন ধরে কার্যত অচল অসম! মঙ্গলবার জুবিনের শেষকৃত্যের জন্য গুয়াহাটির জাতীয় সড়কেও যান চলাচল বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার কাকভোরে এইমসে ময়নাতদন্তের পর নির্ধারিত সময়ে কামারকুচি এনসি গ্রামে জুবিনের শেষকৃত্য শুরু হয়। এদিন অর্জুন বরুয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে জুবিনের শববাহী গাড়ি পৌঁছায় শেষকৃত্যস্থলে। একুশ তোপে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিদায় জানানো হল গায়ককে। সেখানেও অসমের বাদশাকে চোখের জলে বিদায় জানাতে হাজির ছিল জনপ্লাবন।

থরে থরে চন্দনকাঠ দিয়ে সাজানো অন্তিম শয্যায়, শায়িত জুবিন গর্গের নিথর দেহ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে জুবিনের শেষকৃত্যের নানা ভিডিয়ো। প্রিয় গায়ককে শেষ বিদায় জানাতেও উপচে পড়া ভিড়। বৈদিক মন্ত্র ও অনুরাগীদের গানের মাঝেই সম্পন্ন হল জুবিনের শেষকৃত্য। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের মতো জুবিনের শেষযাত্রাতেও সঙ্গী তাঁর স্ত্রী।

জুবিন গর্গ নিঃসন্তান। তাই জুবিনের মুখাগ্নি করেন তাঁর ছোট বোন পামী বড়ঠাকুর। সঙ্গে ছিলেন জুবিনের সহযোগী অরুণ এবং কবি-গীতিকার রাহুল। জুবিন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, গুয়াহাটির 'মহাবহু ব্রহ্মপুত্র রিভার হেরিটেজ সেন্টার' যেটি একটি মিউজিয়াম, সেখানেই শেষ জীবনটা কাটাবেন। তিনি জানিয়ে ছিলেন, এই জায়গাটা খুব সুন্দর, খুব শান্তির। বয়সকালে এখানেই থাকতে চাই, এখানেই মরতে চাই। এই সাক্ষাৎকারে জুবিন আরও বলেছিলেন, আমি একজম আর্মি, তাই আমার মৃত্যু নিয়ে কোনও ভয় নেই। আমি চাই, মৃত্যুর পর আমাকে ব্রহ্মপুত্র নদে ভাসিয়ে দেওয়া হয় যেন। আর এটাই আমার শেষ ইচ্ছা।

২০ তারিখে গায়কের কফিনবন্দি দেহ অসমে ফিরতেই রাস্তায় জনজোয়ার দেখতে পাওয়া যায়। গোটা বিশ্বে মোট চার জন শিল্পীর শেষযাত্রায় এমন জনসমুদ্র দেখা গিয়েছে। জুবিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর পর বিশ্বরেকর্ড গড়লেন জুবিন। প্রিয় তারকাকে শেষ বারের মতো চোখের দেখা দেখতে রবিবার থেকেই অসমের পথে নেমেছে লাখ লাখ মানুষ। সেই অনুরাগীর সংখ্যাতেই নজির গড়ছে জুবিনের শেষযাত্রা। তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন মাইকেল জ্যাকসন, দ্বিতীয় নম্বরে রয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস, তিন নম্বরে রয়েছে ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ দ্বিতীয়। চতুর্থ নম্বরে ভারতের জুবিন। প্রিয় গায়ককে শেষবিদায় জানাতে রাস্তায় নেমেছিল প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষ। ভারতের বুকে এর আগে কোনও তারকার জন্য এমন বিপুলসংখ্যায় মানুষ নেমেছে বলে নজির নেই।

'আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভারত'

জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পর বিবৃতি ট্রাম্পের বিদেশসচিবের

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর: আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভারত। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পরে এমনটাই জানালেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে গত কয়েক মাস ধরে নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। এই চাপানউতোরের মাঝেই সোমবার আমেরিকায় বৈঠকে বসেন জয়শঙ্কর এবং রুবিও। দু'দেশের বাণিজ্য নিয়েও আলোচনা হয়েছে জয়শঙ্কর এবং রুবিওর। ট্রাম্পের শুল্কনীতির জেরে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য হোঁচট খেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকের পরে রুবিওর মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কিন বিদেশ দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত আমেরিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন রুবিও। বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, ওষুধ, মূল্যবান খনিজ এবং অন্য ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সোমবার প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বৈঠক জয়শঙ্কর এবং রুবিওর। ওই বৈঠকের পরে জয়শঙ্করও সমাজমাধ্যমে লেখেন, রুবিওর সঙ্গে দেখা করে তাঁর ভাল লেগেছে। দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে বলে জানান বিদেশমন্ত্রী। যদিও কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করেননি জয়শঙ্কর।

গত সপ্তাহেই ভারত থেকে ঘুরে গিয়েছেন আমেরিকার বাণিজ্য আলোচনার প্রতিনিধিদলের প্রধান। ট্রাম্প নিজেও বলেছিলেন, ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা আদৌ সহজ ছিল না। শুল্কের জন্য যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, তা-ও মেনে নিয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তিনি এ-ও জানিয়েছিলেন, বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা কাটানোর জন্য তাঁর প্রশাসন ভারতের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইন্দোরে বহুতল ভেঙে মৃত অন্তত ২, আহত বহু

ইন্দোর, ২৩ সেপ্টেম্বর: বড় দুর্ঘটনা মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি বহুতল। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ১২। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বহুতলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে বহুতলটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সেই সময় বাড়িটির ভিতরে মোট ১৪ জন ছিলেন। বিকট শব্দ পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। জানা গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। অন্যদিকে, ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়ে আহত হন বহু মানুষ। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বেশ কিছু ধরে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে বহুতলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল ফাটল।

ময়দান

ইডেন ফের একলাখি?

সিএবি সভাপতির চেয়ারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা আবারও ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সের এক নতুন অধ্যায় দেখতে চলেছে। ছয় বছর পর বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনে ফিরলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার সিএবির ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত একই পদে ছিলেন সৌরভ। সভাপতির আসনে বসেই সৌরভের প্রথম বড় ঘোষণা; ইডেন গার্ডেন্সে দর্শকাসনের সংখ্যা ফের এক খ লাখে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি জানান, ২০১১ বিশ্বকাপের আগে সংস্কারের সময় আসনসংখ্যা ৬৮ হাজারে নেমে আসে। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকেই শুরু হবে নতুন প্রকল্প। তাঁর কথায়, তএটা সময়সাপেক্ষ কাজ। লিজ নবীকরণ হয়েছে। তাই বিশ্বকাপের পর হাত দেওয়া হবে।দ সামনে অপেক্ষা করছে বড় চ্যালেঞ্জ। নভেম্বরে ইডেনে অনুষ্ঠিত হবে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দিন-রাতের গোলাপি বলের ঐতিহাসিক টেস্টের পর এই প্রথম ইডেনে টেস্ট আয়োজন করা হবে। সৌরভ বলেন, তএ নিয়ে এখনও ভাবিনি। হাতে দু'মাস সময় আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ভাল পিচ, দর্শক, পরিকাঠামো; সবই রয়েছে।দ এখানেই শেষ নয়। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ইডেন গার্ডেন্সে হাই-প্রোফাইল ম্যাচের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি সৌরভ। এমনকি সেমিফাইনালও অনুষ্ঠিত হতে পারে এখানে। বিসিসিআইয়ের নতুন সভাপতির সঙ্গে শিগগিরই আলোচনায় বসবেন বলে জানান তিনি। নতুন বোর্ড নেতৃত্বকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌরভ বলেন, তক্রিকেট খেলা সহজ, কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব কঠিন। তবে আমি নিশ্চিত ওরা ভাল কাজ করবে।দ দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বাংলার ক্রিকেটকে আরও শক্তিশালী করতে আরেকটি বড় আর্থিক ঘোষণা করেন তিনি। বাংলার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পরিকাঠামো শক্তিশালী করা এবং ডুমুরজালায় একটি নতুন অত্যাধুনিক একাডেমি চালু করার উপর জোর দিয়েছেন সৌরভ। যার জন্য সিএবি নয় একর জমি অধিগ্রহণ করেছে। সৌরভ বলেন, "নয় একর জমির উপর ডুমুরজলা একাডেমি হবে। এটি কল্যাণী একাডেমির মতো হবে। এতে ফ্লাডলাইট এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকবে। আমরা এমন ক্রিকেটার তৈরি করতে চাই যারা অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।" রাজ্য ইউনিট ও জেলা অ্যাসোসিয়েশনগুলির অনুদান ৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে জেলা ও গ্রামীণ স্তরে ক্রিকেটের উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন শুধু ইডেনের গৌরব ফেরানোর প্রতিশ্রুতিই নয়, বাংলার ক্রিকেটের শিকড়কেও শক্তিশালী করার বার্তা দিল। ইডেনের ইতিহাসে ফের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে।

আইপিএলে জায়গা চাই, তাই ফখরকে আউট! ভারত-পাক ম্যাচে আম্পায়ারকে নিশানা আফ্রিদির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই সীমান্তের দুই প্রান্তে আবেগের বিস্ফোরণ। বাইশ গজের লড়াইয়ের বাইরেও রেষারেষি যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এবারের দ্বন্দ্বে সেই উত্তাপ নতুন মাত্রা পেল ফখর জামানের আউটকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় পেসার হার্দিক পাণ্ডিয়ার এক ডেলিভারিতে ফখরের ব্যাটে সামান্য কাণা লাগে বলে দাবি করে ভারতীয় শিবির। বলটি উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসনের হাতে পৌঁছনোর আগেই মাটিতে লেগেছিল কি না, সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। টিভি রিপ্লের এক দিক থেকে মনে হচ্ছে বল সরাসরি গ্লাভসে জমা হয়েছে। কিন্তু অন্য একটি অ্যাঙ্গেলে দেখা যায়, বল হয়তো মাটিতে আছড়ে পড়ে সঞ্জুর হাতে পৌঁছেছে।

সুপার কাপে বিদেশির সংখ্যা নিয়ে ফেডারেশনকে চিঠি মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপার কাপের বিদেশি খেলানো নিয়ে সিদ্ধান্ত জানাল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আগামী ২৫ অক্টোবর শুরু হতে চলেছে সুপার কাপ। ২৫ সেপ্টেম্বর সুপার কাপের ড্র আয়োজিত হবে। সম্ভবত প্রথম দিনই খেলতে নামবে মোহনবাগান। সুপার কাপ বিদেশির সংখ্যা কমানো নিয়ে ফেডারেশনকে চিঠি দিল মোহনবাগান।

তিন মাস আগেই এক সাংবাদিক সম্মেলনে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে দাবি করেছিলেন, ভারতের বড় ক্লাবগুলি দেশের সেরা লিগে বিদেশিদের খেলানোকেই প্রাধান্য দেয়। ফলে দেশীয় ফুটবলাররা তেমন সুযোগ পায় না। এবার নিজেদের কথার উল্টো পথে হাঁটছে ফেডারেশন। এএফসির নিয়ম অনুযায়ী, সুপার কাপেও ছ'জন বিদেশি খেলানো হবে বলে জানিয়েছে ফেডারেশন। আইএসএলে মোট চারজন বিদেশিকে একসঙ্গে দলে রাখা যায়, ছয়জন বিদেশিকে রেজিস্টার করানো যায়। মঙ্গলবার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সিইও বিনয় চোপড়া চিঠি দিয়ে সুপার কাপে বিদেশির সংখ্যা কমানোর দাবি জানিয়েছেন। ভারতীয় ফুটবলারদের উন্নতির স্বার্থে সুপার কাপেও আইএসএলের মতো চারজন বিদেশি খেলানোর নিয়ম রাখা উচিত। এই চিঠিতে অতীতে ফেডারেশন সভাপতির বক্তব্যকে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। ফেডারেশনের সঙ্গে মোহনবাগানের ঝামেলা নতুন নয়। এবার আরও একবার প্রতিবাদী চিঠি মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের।* ফেডারেশনের সঙ্গে মোহনবাগানের সংঘাত নতুন কিছু নয়। এর আগে ফুটবলার শুভাশিস বোস ও আশিক কুরুনিয়ানের চোটের কথা উল্লেখ করে সম্প্রতি কাফা নেশনস কাপে জাতীয় ফুটবলারদের ছাড়েনি মোহনবাগান। সম্প্রতি আনোয়ার আলী ইস্যুতেও ফেডারেশনের কাছে জবাব চেয়ে চিঠি দিয়েছে মোহনবাগান।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-07 OF 2025-26 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 12 nos. various work under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **24.09.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **11.10.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

e-TENDER NOTICE
Chairperson, Pujali Municipality, invites e-Tender **NIT No. 43/PM/PWD/2025-26, Dated: 23/09/2025.** for 2 nos Civil work Tender submission closing date **11/10/2025 at 10:00 hrs.**
CORRIGENDUM
NIT No: 06/PM/PWD/ 2025-26 (2nd Call) Dated: 08.09.2025. Tender submission closing date **26.09.2025 at 12:00 hrs.** For details visit: **www.wbtenders.gov.in,** website: **www.pujalimunicipality.in,** office Notice Board.
Sd/- **Tapas Biswas**
Chairperson
Pujali Municipality

1st Corrigendum against NIeT No.- 07 of 2025- 26 of SE, SWC, SS, PWDte. (SI No. 1)
Tender Reference No.- WBPWD/SS/SE/SWC/NIT_07/2025_26/SI_1
Tender ID-2025_WBPWD_ 893819_1.
Name of the Work: Construction of 50 Bedded Unit at Digha SGH Hospital under Nandigram HD in the District of Purba Medinipur.
Due to server error in e-Tender web-portal for e- procurement systsem following changes has been made,
The last date of downloading and submission of tender documents for the above mentioned work is hereby changed to **14:00 Hrs. on 26-09-2025** in place of **14:00 Hrs. on 22-09-2025** and Technical Bid Opening date is changed to **14:30 Hrs. on 08- 10-2025** in place of **14:30 Hrs. on 24-09-2025.**
Other terms & condition of the said NIET will remain unchanged.
Sd/- Sr. Superintending Engineer,
South Western Circle,
Social Sector, P.W. Dte.

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **23 nos. various dev. works at different places within Ghatal Municipality under APAS as per NIT 1st to 5th page as per NIT No. : GHATAL/APAS/NIT-1e/2025-26, Date: 23.09.2025, Tender ID: 2025_MAD_906926_1 to 23.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-৩_ সিটি_ এলএইচবি_এনএসি-আরএসপি-আর, তারিখ ঃ ১৯.০৯.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "এলএইচবি নন এসি কোচ সমূহের সংস্কার"। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৫,২০,৬৭,৩৭৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩৪,১০,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in**
MISC-213/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/499/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Dhalai Sannasi to H/O Sanjit Kumar Jha (Proposed Sl. No.- 1) at Booth No.- 147 of Ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 6,92,750.00

Bid Submission end date: **02.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 23/25-26/MF/T Dated 23.09.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **21.10.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Office of the Councillors
EGRA MUNICIPALITY
Egra, Purba Medinipur
E-Tender NOTICE
E-Tender & E- quotation are here by invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide (1) NI(e)Q-15/Electrical Materials/25-26, Date- 22/09/2025 (2) NI(e)Q No.-16/Materials (PHE)/ 2025-2026, Date - 22/09/2025 (3) NI(e)Q No.-17/House Connection/ 2025-2026, Date-22/09/2025 (4) NI(e)Q No.- 18/Labour (Zone-1)/2025- 2026, Date-22/09/2025 (5)19/ Labour(Zone-II)/2025-2026, Date-22/09/2025 (6)NI(e)Q No.- 20/Computer Materials/2025-2026, Date-22/09/2025 (7) NI(e)T No-21/Park(BEUP)/2025- 2026, Date-22/09/2025-2026. Others details can be seen from the **https//wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in.**
Sd/- Chairman
Egra Municipality

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 11/S.L. No. 1 to 9/25-26. Fund : AMADER PARA AMADER SAMADHAN.** Published date: **23/09/2025.** Last date of Bid submission: **15/10/2025.** Date of opening: **17/10/2025.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 527/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, 528/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, 529/KP-II/E-TENDER/APAS/2025 & 530/KP-II/E-TENDER/APAS/2025, Date : 23.09.2025.** Date of Publish of Tender: **23.09.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **13.10.2025(NIT-527-529), 14.10.2025 (NIT-530) up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **16.10.2025 (NIT-527-529), 17.10.2025 (NIT-530) at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
e-EOI/2025-2026 and NIeT-325 to 332/2025-2026 Dated- 23-09-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Purba Medinipur, North 24 Parganas, Burdwan, Malda, Dakshin Dinajpur and Murshidabd District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **24-09-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **07-10-2025 and 14-10-2025 upto 3.00 pm**
Date: 23.09.2025 **Sd/- Executive Engineer**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/258/e-Tender/2025-26 Dated: 23.09.2025
WBMAD/UM/259/e-Tender/2025-26 Dated: 23.09.2025
(Construction of cement concrete road, Drain, B/T road, Drain & Bullah Pilling in different ward under Uluberia Municipality of 176 Uluberia Purba A.C. Under APAS 2025.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/493/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Jagadish Das to H/O Sankar Mondal (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 146 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur UttarMunicipality.	Rs. 2,20,628.00
WBMAD/ULB/ RSM/494/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Cover slab from yugi para shiv Mandir to Rabin Debnath's House In Ward No- 17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 126, Proposal SL No- 6, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,16,115.00
WBMAD/ULB/ RSM/495/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Surface Drain & Culvert from H/O Madanlal to H/O Sanjit Kumar Jha (Proposed Sl. No.- 2) at Booth No.- 147 of Ward No.- 35 under Rajpur-Sonarpur Municipality within A.C.- 151, Sonarpur Uttar.	Rs. 2,84,565.00
WBMAD/ULB/ RSM/496/25-26 Dated 23.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Kartick Kamilya to Dinobandhu Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 42 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,61,358.00
WBMAD/ULB/ RSM/498/25-26 Dated 23.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Paritosh KarGupta to Debdas Mondal via Susobhan Das via Subhas Das in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 42 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,17,767.00

Bid Submission end date: **02.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/480/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Sailen Dey towards H/O Rupa Mondal at K.C. Bose Road In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 158, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,33,239.00
WBMAD/ULB/ RSM/481/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Pradip Ghosh towards H/O Manik Das at K.C.Bose Road In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality Booth No.- 158 (Proposal Serial No - 4) within 't47, Sonarpur Dakshin A.c.	Rs. 2,61,771.00
WBMAD/ULB/ RSM/482/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Rupa Hayit's towards H/O Ashok Baliyan at K.C Bose Road In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 158, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,91,470.00
WBMAD/ULB/ RSM/483/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Konarak Sarkar towards H/O Manjil Biswas at K.C Bose Road In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 158, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,751.00
WBMAD/ULB/ RSM/488/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of drain from Naru Ghosh house towards Kashinath Ghosh In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 163, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,49,002.00
WBMAD/ULB/ RSM/489/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Concrete road from Bapi Ghosh House towards Jaydev Halder In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 163, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,07,239.00
WBMAD/ULB/ RSM/490/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Concrete road from Narayan Ghosh House Via Netai Chowdhury towards Pranab Kr. Dutta house In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 163, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,28,866.00
WBMAD/ULB/ RSM/491/25-26 Dated 23.09.2025	Upgradation of Concrete road from Dilip Chakraborty Via Avijit Roy Towards Samaresh Chatterjee, Tapan Ghosh towards Badan Ghosh house In Ward No- 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 163, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin..	Rs. 2,93,906.00

Bid Submission end date: **02.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বৃন্দাবন বাঁকে বিহারী মন্দির

প্রদীপ মারিক

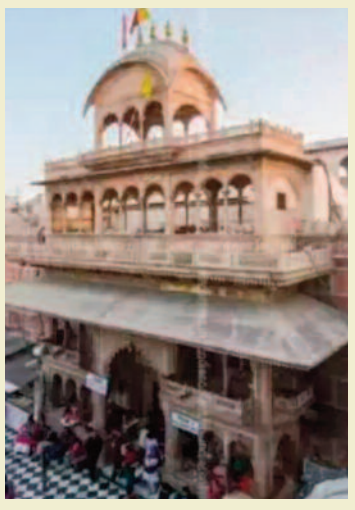

কথামালার ভালোবাসা। ভালোবাসা যতটা কষ্টের ততটাই আনন্দের, একটু অপলক দৃষ্টিতে শুধু মাত্র দেখার জন্য কি অমোঘ টান, সেই টানেই ভালোবাসার কথা ছুটে আসে ধরা দেয় তার প্রানসখা দীপের কাছে। এই ত্রিলোকে শ্রীহরি একমাত্র রাধারই বশীভূত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু রাধাই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করতে পারেন। বৃন্দাবনের বর্ষাণা এলাকার রাভেলে এই দিনেই জন্ম হয়েছিল শ্রীরাধিকার। রাজা বৃষভানু এবং তার স্ত্রী কীর্তিদা রাধাকে তাদের কন্যা হিসাবে বড় করেছিলেন। রাধা কল্প, ব্রহ্মকালপ, ভারহাকল্প এবং পদ্মকাল্প, এই তিনটি কাল্পতে রাধা-কৃষ্ণের সর্বোচ্চ শক্তি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। বাঁকে বিহারীর মূর্তিকে রাধা কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ মনে করা হয়। মূর্তিটি বৃন্দাবনের সঙ্গীতজ্ঞ এবং সাধক স্বামী হরিদাস দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছিল। হরিদাসকে ঐশ্বরিক আবাস গোলোকে রাধা কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ললিতা গোপীর অবতার মনে করা হয়েছিল। স্বামী হরিদাস ছিলেন বিখ্যাত গায়ক তানসেনের গুরু। দিব্য দম্পতি শ্যামা-শ্যাম (রাধা কৃষ্ণ) তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন এবং স্বামী হরিদাসের অনুরোধে ঐশ্বরিক দম্পতি এক হয়ে গেলেন এবং বাঁকেবিহারীর প্রস্তরমূর্তি তাঁর সামনে উপস্থিত হল। স্বামী হরিদাস এই মূর্তিটির নাম রাখেন কুঞ্জ বিহারী বা বাঁকে বিহারী। পরে একই মূর্তি নিধিবন থেকে বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারী মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। এই মূর্তি এবং লীলার প্রকাশের গল্পটি খুবই আকর্ষণীয় এবং বিস্ময়কর, তাই প্রতি বছর, মাগশীর্ষ মাস অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে, বাঁকে বিহারী মন্দিরে বাঁকে বিহারী ঘোষণাপত্র পালিত হয়। সঙ্গীতের গুরু স্বামী হরিদাস, তানসেন, ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত। তিনি তাঁর সঙ্গীত ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। বৃন্দাবনের খেলার মাঠে বসে নিধাবন তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরকে পুনরুজ্জীবিত করতেন। স্বামী হরিদাস যখন ভগবানের ভক্তের ঘরে বসে থাকতেন, যখনই তিনি গান গাইতেন, তখনই তিনি ভগবানে মগ্ন হয়ে যেতেন। ভগবান কৃষ্ণ তাদের ভক্তি এবং গানের সাথে তাদের সামনে আসতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রী রাধিকা হরিদাসের কাছে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামী হরিদাস ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে বলেন যে প্রভু, আমি একজন সাধু। আপনি সাধারণ পোশাক পরবেন কিন্তু মা রাধে-র জন্য চিরসবুজ অলংকার কোথা থেকে আনবেন? ভক্তের কথা শুনে শ্রী রাধা কৃষ্ণ একত্রিত হয়ে বিহর রূপে আবির্ভূত হন। স্বামী হরিদাস শ্রী রাধা কৃষ্ণের রূপকে বাঁকে বিহারীর নামকরণ করেন। 'বাঁকে' মানে 'বাঁকানো' এবং 'বিহারী' মানে 'ভোগকারী'। এভাবেই 'ত্রিভঙ্গ' মূর্তি কৃষ্ণ 'বাঁকে বিহারী' নামটি পেয়েছিলেন। শ্রী ব্রহ্ম-সংহিতা অনুসারে, ব্রহ্মা কৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন, 'যাঁর গলায় চন্দ্র-হার দ্বারা সুশোভিত ফুলের মালা দোলায়মান, যাঁর দুই হাত বাঁশি ও রত্নখচিত অলঙ্কার দ্বারা শোভিত, যিনি সর্বদা প্রেম লীলায় আমোদিত হন, যিনি করুণাময় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে বিরাজিত এবং যার শ্যামসুন্দর রূপ চিরন্তনভাবে প্রকাশিত, আমি সেই আদি পুরুষ ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি।' বৃন্দবনের মানুষরা বাঁকে বিহারীকে অভিন্ন আত্মায় জড়িয়ে রাখেন। লোককথায় কথিত আছে, বৃন্দাবনের এক বৃদ্ধা মহিলা ভক্তদের ঠান্ডা জল দেওয়ার সময় প্রায়শই কাঁদতে কাঁদতে কৃষ্ণের গান গাইতেন। তিনি তাঁর গল্পটি বর্ণনা করেছিলেন যে কীভাবে শ্রী বাঁকে বিহারী জি তার বাবাকে তাদের বন্ধকী বাড়ি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিলেন। নিষ্ঠুর মহাজন ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মামলাটি আদালতে যায়। তার বাবা শ্রী বাঁকে বিহারী জি-র কাছে প্রার্থনা করেন, যিনি তার স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে তাকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি আদালতে সাক্ষী হবেন। পরের দিন, যখন বিচারক সাক্ষীকে ডাকলেন, তখন বাইরে থেকে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করল, 'আমি এখানে আছি।' কম্বলে মোড়ানো এক ব্যক্তি মহাজনের অপরাধ প্রমাণকারী লুকানো ফাইলটি প্রকাশ করে। বিচারক অবাক হয়ে পদত্যাগ করেন এবং 'বিচারক বাবা' নামে পরিচিত একজন একনিষ্ঠ কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে ওঠেন। বৃদ্ধা মহিলা শ্রী বাঁকে বিহারী জি-কে আবার দেখার আশায় বৃন্দাবনে চলে যান। শ্রী বাঁকে বিহারী মন্দির হল বৃন্দাবনে অবস্থিত ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি হিন্দু মন্দির। এটি অত্যন্ত সম্মানিত মন্দিরগুলির মধ্যে একটি এবং 'বৃন্দাবনের ঠাকুর'-এর সাতটি মন্দিরের মধ্যে একটি, যার মধ্যে শ্রী গোবিন্দ দেব জি, শ্রী রাধাবল্লভ জি এবং আরও চারটি মন্দির রয়েছে। বাঁকে বিহারী মন্দিরের কাছে যাওয়ার সাথে সাথেই চোখে পরে অত্যাশ্চর্য রাজস্থানী ধাঁচের একটি ভবন, যা খিলানযুক্ত জানালা এবং নিখুঁত পাথরের কাজ দিয়ে সজ্জিত। মন্দিরে, ভগবান কৃষ্ণ একটি শিশুর রূপে আবির্ভূত হন, ত্রিভঙ্গ অবস্থানে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। বাঁকে বিহারী মন্দিরের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল প্রাঙ্গণে কোনও ঘণ্টা বা শঙ্খ নেই। প্রচলিত আছে শ্রী বাঁকে বিহারী মন্দিরের কাছে এক মিষ্টির দোকানের মালিক ৪০ কেজি লাড্ডু বানাচ্ছিলেন। কাজ করার সময়, একটি ছোট ছেলে খাবার জন্য কিছু চাইল। মালিক মুগ্ধ হয়ে তাকে একটি লাড্ডু দিল এবং বিনিময়ে ছেলেটি তাকে একটি সোনার চুড়ি দিল। পরের দিন, মন্দিরের কর্মকর্তারা শ্রী বাঁকে বিহারী জির হারিয়ে যাওয়া সোনার চুড়িটি খুঁজছিলেন। মালিক বুঝতে পারলেন যে এটি ছেলেটির দেওয়া একই চুড়ি এবং মন্দিরে ফিরিয়ে দিলেন। বাঁকে বিহারী মন্দিরে, বাঁকে বিহারীকে ছোট শিশুর রূপে পূজা করা হয়। ভোরে কোনো আরতি করা হয় না এবং মন্দির চত্বরের অভ্যন্তরে কোথাও কোন ঘণ্টা ঝুলানো হয় না কারণ এটি বাঁকে বিহারীর জন্য বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে। শুধুমাত্র কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মঙ্গল আরতি (ভোরের আরতি) করা হয়। বাঁকেবিহারীর নিরবচ্ছিন্ন দর্শন এড়াতে প্রতি পাঁচ মিনিটে বারবার পর্দা টানা হয় কারণ জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুযায়ী যদি দর্শনে বাধা না দেওয়া হয়, বাঁকেবিহারী ভক্তদের সঙ্গে মন্দির শূন্য রেখে তাদের বাড়িতে গমন করতে পারেন। বছরে মাত্র একবার, শারদ পূর্ণিমা উপলক্ষে, বাঁকেবিহারী তার হাতে বাঁশি ধারণ করেন। শ্রী বাঁকে বিহারী ভক্তের কাছে সর্বব্যাপীতা এবং দানশীলতার চিত্রিত কল্পতরু। ভগবানই ভক্তের শক্তির আধার, বিশ্বাসের করুণা, এক ঐশ্বরিক চিন্তা এবং আত্মিক অধ্যায়নের শিক্ষা যা শ্রী বাঁকে বিহারী ভগবান কে দর্শন করে মন্দির প্রদক্ষিন করে উপলব্ধি শুধু করা যায় না এক প্রগার শান্তি অনুভব করা সম্ভব।

বিশ্বকবির চোখে বিশ্বজননী

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

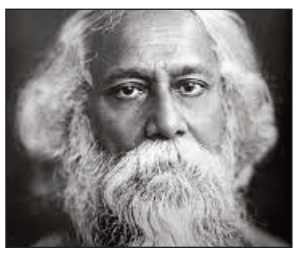

একথা আমাদের জানতে অত্যন্ত আগ্রহ জাগে যে, রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবি, যার শৈশব, যৌবন কেটেছিল ব্রাহ্ম পরিবারে। বড় হয়েও যিনি ব্রাহ্ম ধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর চোখে দুর্গা এবং দুর্গাপূজা কেমন ভাবে ধরা দিয়েছিল?

আসলে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও ছিলেন বিশ্ব মানবতায় বিশ্বাসী। তাই দুর্গাপূজা সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ছিল আদিগন্ত শ্রদ্ধাশীল। একথার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যে। যেমন তাঁর 'পূজার সাজ' কবিতায় ধরা পড়েছে দুর্গাপুজোয় শিশুমনের আনন্দ সম্পর্কে এক আবহমান কালের চিত্র।

'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি /পুজোর সময় এল কাছে। /মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই/আনন্দে দু'হাত তুলে নাচে।'

রবীন্দ্রনাথের' রবিবার 'গল্পে দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ আছে। যেখানে' রবিবার' গল্পের নায়ক অধীরকুমার বিভাকে বলছে, 'যাচ্ছ কোথায়?

মিটিং আছে।

কিসের মিটিং?

ছুটির সময় ছাত্রদের নিয়ে দুর্গাপুজো করব।

তুমি পুজো করবে?

আমিই পুজো করব। আমি যে কিছুই মানিনে।'

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা, সন্দীপ, নিখিলেশ এই তিনজনের অন্তর্গত উচ্চারণে দুর্গার উল্লেখ আছে। এই উপন্যাসে দুর্গা প্রসঙ্গে বিমলার অনুভব এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'আমার মোহ আছে। আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব। আমি দেশের এমন একটা প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব।'

রবীন্দ্রনাথ শুধু দুর্গাপুজো উপলক্ষে শুধু সাহিত্যই রচনা করেন নি। তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রিয়জনদের আমন্ত্রণও জানাতেন দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে। তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে। এ বিষয়ে কবির নাতনি পারুলদেবীর ছোটবোন দেবরানীদেবী সাক্ষী দেয়েছেন তার স্মৃতিকথায়।

তিনি লিখেছেন, 'কবির সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম বছরে তিনি পুজো দেখতেআমন্ত্রণ জানালেন শান্তিনিকেতনে। আমরা চারটি ভাইবোন পুজোর কিছু পূর্বে শান্তনিকেতনে যাত্রা করলাম। বোলপুর স্টেশনে গাঙ্গুলী মশাই উপস্থিত ছিলেন। সাদরে আমাদের গ্রহণ করলেন।'

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে দুর্গা বা দুর্গাপুজো এমন গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল যে, শিলাইদহে থাকাকালীন তিনি দুর্গাপুজোর অনুরোধে একটি মেলার আয়োজন করেন। এ বিষয় স্মৃতিচারণ করেছেন শচীন্দ্রনাথ অধিকারী।

তিনি লিখেছেন, 'কবি জমিদার মাথা ঘামাচ্ছেন শিলাইদহে প্রকাণ্ড একটা মেলা করতে হবে। পাঁজি- পুঁথি, শাস্ত্র-পুরাণ ঘেঁটে কিছু হল না। দারুণ উৎসাহ, দেরী হলে হয়ত জুড়িয়েই যাবে। ভেবেচিন্তে ঠিক হল কাত্যায়ণী মেলা হবে। মা দুর্গারই অন্য নাম কাত্যায়ণী।'

১৯০০ সালে ৩০ সে সেপ্টেম্বর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'তিনি মানে রবীন্দ্রনাথ, আজ বিশ্বব্যাপী শারদীয়া পূজার উদ্বোধন দেখছি। আগমনীর করুণামিশ্রিত রাগিনীতে অনন্ত শূণ্য বাষ্প বিজড়িত হয়ে রয়েছে। তোমাদের শহরে এমন নিস্তব্ধ এমন অপরূপ সমারোহ পুজোর আয়োজন কোথাও নেই। আমার মনে হচ্ছে যেন বিদেশে কাজকর্ম শেষ করে বাড়িতে ফিরে এসেছি।তাই এমন আকাশপূর্ণ প্রসন্নতা, তাই এমন জগৎব্যাপী স্মিত হাস্য, তাই এমন ছুটি, এমন পরিপূর্ণ অপর্যাপ্ত রৌদ্র রঞ্জিত আকাশ।' এর পরেই ১৯০০ সালের পয়লা অক্টোবর তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে লেখেন, সেই দিনটা ছিল দুর্গাপূজার সপ্তমী। এই চিঠিতে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন, 'প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী ও অসীমতার মধ্যে আমরা যখন বিভোর হয়ে যাই, আমাদের সমস্ত প্রাণখানি ঢালিয়া দিই, তখনই প্রকৃত পূজা। তখন আমরা ভগবানের বিশ্বরূপ বিরাট মূর্তিতে দেখিতে পাই। তখন আমাদের প্রত্যেকের চেতনার সহিত প্রত্যেকের চেতনা মিশ্রিত। জীবনের সমস্ত বিকাশের সহিত আমাদের জীবন যেন সমবাহে বিকশিত হইয়া ওঠে।এই সর্ব ব্যাপিনী সমপ্রাণতার পবিত্রেরই বিকাশ মাত্র। আগে এরকম ভাবিতাম। পরে বুঝিয়েছি ইহাতে জীবনকে পবিত্র করিয়া তোলে।'

এআই-এর ছোঁয়া জগৎ মুখার্জি পার্কের পুজোয়

শুভাশিস বিশ্বাস

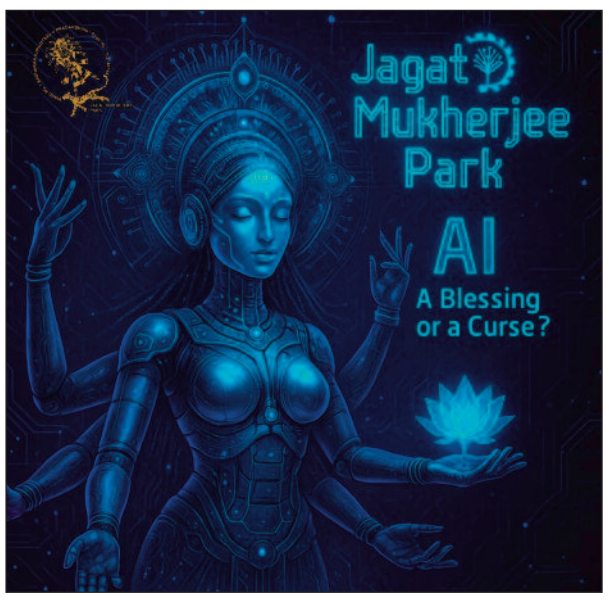

সত্যজিৎ রায়ের 'অনুকূল' গল্পটির কথা মনে আছে? যেখানে 'রোবট' ভৃত্যই শেষমেশ মালিককে 'সরিয়ে' যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যায়। এই আর্টিফিসিয়লা ইন্টেলিজেন্স আসার বহু আগে আধুনিক এই প্রযুক্তির আশীর্বাদ আর অভিশাপের সহাবস্থান তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখায়। তাঁর লেখা যে আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক, সেকথা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। এই প্রযুক্তিই আমাদের মানব সমাজকে 'পঙ্গু' করে তোলার জন্য যথেষ্ট হয়ে উঠছে কি না তা নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। শুধু তাই নয়, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রমরমায় কর্মী ছাঁটাইয়ের খবর এখন জলভাত। তাহলে মানুষের কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ কী তাও এখন বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এদিকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন গুটি গুটি পায়ে দুর্গাপুজোর শিল্পেও এবার ঢুকে পড়ল এআই। যেখানে প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান এই সমাজের ভবিষ্যত নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। তারই উত্তর খুঁজছে উত্তর কলকাতার জগৎ মুখার্জি পার্ক তাদের পুজোর থিমে। আর এই সূত্র ধরেই ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে একসুতোয় বাঁধতে চলেছেন শিল্পী সুবল পাল। এর আগে কখনও বনগাঁ লোকাল, তো কখনও কলকাতা মেট্রোর থিমে সেজে কলকাতার দুর্গাপুজোর মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নিয়েছে জগৎ মুখার্জি পার্ক। এবার সেই শিল্পীর হাত ধরেই অভিনব এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হবেন পুজোপ্রেমীরা। মানব জীবনে এআই-এর উপস্থিতি, তার প্রভাব, প্রয়োজনীয়তা ঠিক কতখানি, আবার কখন সে-ই বা হয়ে উঠছে 'অসুর', তারই প্রতিফলন মণ্ডপজুড়ে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এবার জগৎ মুখার্জি পার্কের এই পুজো ৮৯ বছরে পা দিল ১৯৩৬ সালে রাজবল্লভপাড়ার এক অখ্যাত গ্যারেজে মূলত এলাকার সাধারণ মানুষের উদ্যোগে এই পুজো শুরু হয়। তখন এর নাম ছিল '১ নং ওয়ার্ড সাধারণ দুর্গোৎসব'। একই সময়ে কুমার দত্ত, আঁটু দত্ত প্রমুখ পরিচিত মানুষের উদ্যোগে জগৎ মুখার্জি পার্কে অনুষ্ঠিত হত 'সাধারণ দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী' নামে আরও একটি পুজো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এই দুই পুজো এক হয়ে নাম হল '১ নং ওয়ার্ড সাধারণ দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী', যা আজ 'জগৎ মুখার্জি পার্কের পুজো' নামে বিগত ৮৩ বছর ধরে হয়ে আসছে। কলকাতায় থিমপুজোর সূত্রপাত এই পুজোর হাত ধরেই হয়। '৬০-এর দশকের শুরুর দিকে, চণ্ডী থেকে একটি শ্লোক তুলে এনে, সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপকল্প তৈরি করলেন অশোক গুপ্ত। বিষয়ভাবনার অভিনবত্ব আর মায়াবী রঙের মূর্ছনায় সেই প্রতিমা সারা

বাংলায় আলোড়ন তৈরি করেছিল।* ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই পুজোর প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন তিনি।*আর এ বছর তাদের থিম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আশীর্বাদ না অভিশাপ'*এই পুজো মণ্ডপ টাইম মেশিনে মানুষকে ৫০ বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে মণ্ডপে এলে এআই ও রোবটের দুনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে দর্শকদের *

থিম প্রসঙ্গে শিল্পী সুবল পাল জানান, 'একটা সময় যখন কম্পিউটার এল, তখনও অনেকে রে রে করে উঠেছিল। কিন্তু দেখা গেল, তা মানুষের হিতেই ব্যবহৃত হয়েছে। এখন এআই একটা ঘরেই গোটা পৃথিবী তৈরি করে দিতে পারে। বলা ভালো মানুষের জীবনের দখল নিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। পরবর্তীতে তা মানুষের আচরণ আর ক্ষমতায় কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই আমার কাজে ধরা পড়বে।'

প্রতিমাতে প্রযুক্তির ছোঁয়া থাকছে কি না তা বলতে নারাজ শিল্পী। তবে এটুকু বলে দিয়েছেন, সেখানেও থাকবে চমক। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং বিশ্বাসে দর্শনার্থীদের যাতে আঘাত না লাগে, সেকথা মাথায় রেখেই দুর্গাকে গড়ে তুলবেন সুবল পাল। সবমিলিয়ে শিল্পীর অভিনব সৃজনে বাংলার দুর্গাপুজো ফের বিস্মিত করবে গোটা বিশ্বকে।

থিম বর্ণনা করতে গিয়ে পুজো কমিটির কর্মকর্তা দ্বৈপায়ন রায় জানান, 'মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ হল তাদের চিন্তাশক্তি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতিকে চিন্তাশক্তি উন্নত করেছে বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের সূচনা হয়েছে । এই প্রযুক্তি আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ এখনই সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। কমিটির মতে, তাদের এই প্যান্ডেলের মূল উদ্দেশ্য হল বোঝানো যে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন শুধু কল্পবিজ্ঞানের বিষয় নয়। এটি এখন আমাদের রোজকার জীবনের অঙ্গ। এটি জীবনকে সহজ করতে পারে, তবে যদি সাবধানে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে এটি বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। পূজা কমিটি একটি আধ্যাত্মিক বার্তাও দিচ্ছে। তারা মায়ের কাছে এ প্রার্থনাও করেছে যেন মানুষ প্রযুক্তিকে সঠিক পথে ব্যবহার করতে পারে।'

মহেশতলা ইডেন সিটি আবাসনে ১৪তম বর্ষে থিম প্যারিসের আইফেল টাওয়ার

জয়ন্ত রায়

১৮৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে বিশ্ব মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার প্রবেশদ্বার হিসেবে ঐতিহাসিক বিস্ময়, আইফেল টাওয়ার তৈরি করা হয়। বিশ্বে এই প্রথম প্রযুক্তিগত দিক থেকে লোহার কাঠামো দিয়ে এর নির্মাণ হয়েছিল। টাওয়ারটির মূল নকশা এবং নির্মাণ পদ্ধতি প্রকৌশলী গুস্তাভ আইফেল এর মস্তিষ্কপ্রসূত। আইফেল টাওয়ার কে ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্তি হিসেবেও উৎসর্গ করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম ঐতিহাসিক প্রকৌশলের এমন বিস্ময়কে এবার পুজোর থিম হিসেবে তুলে ধরছে মহেশতলার ইডেন সিটি নামক এক বহুতল আবাসনের আবাসিকবৃন্দ। গোটা মন্ডপটাই আইফেল টাওয়ারের হুবহু অনুকরণে তৈরি হচ্ছে। আনুমানিক এর উচ্চতা রাখা হয়েছে ২০০ মিটার। আবাসনের নিজস্ব মাঠেই লোহা এবং স্টিলের পাত দিয়ে তা করা হচ্ছে টাওয়ারটি। এছাড়াও প্রতিমার বেদিসহ মূল মন্ডপটি বাসের এবং ত্রিপল দিয়েই বানানো হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের আশা সম্পূর্ণ প্যান্ডেলটি তৈরি হয়ে গেলে আশেপাশের মানুষকে একপ্রকার চমকেই দেবে। পুজো কমিটির সম্পাদক প্রাণতোষ বিশ্বাস বলেন, আসলে এই টাওয়ার টি নিয়ে অনেক অজানা গল্প আছে। যার কিছুটা মন্ডপ তৈরির পর তুলে ধরা হবে। সেটাই জানাতে এমন প্রয়াস। আসলে প্যারিসের এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতীকটি তৈরির ২০ বছর পর ভেঙে ফেলার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি। কারণ নির্মাণকারী গুস্তাভ আইফেল এর বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা প্রমাণ করেছিলেন। তার ফলে এটি এখন আবহাওয়ার পর্যবেক্ষণ, জোর্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, এবং রেডিও সম্প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এই সব বিষয় গুলিকে মাথায় রেখেই সাধ্যমতো

আবাসনের পুজো

মন্ডপে তা তুলে ধরার চেষ্টা হবে। যারা প্যারিসে গিয়ে আইফেল টাওয়ার দেখার সুযোগ পাননি এখানে এলে সেই ইচ্ছের পূরণ হবে। এবার পুজো ১৪ বছরে পা দিল। বাজেট ৩৫ লাখ টাকা। পুজো কমিটির সভাপতি ছাড়াও অন্যান্য আবাসিকরাও একই সুরে সুর মিলিয়ে জানান, পূজার নির্ঘণ্ট মেনেই পুজো অর্চনা করা হয়। আবাসনের মহিলা ও পুরুষ সমস্ত সদস্যদের অংশগ্রহণে তা আরও জমজমাট হয়ে যায়। এছাড়াও পুজোর চারপাশে ফাঁকা জায়গাতেই নানা ধরণের স্টল বসে। ফলে পুজোর ক দিন বাইরে যেতেই হয় না। পুজোর সময় আবাসিকরা একদিন সকলে মিলে গান বাজনার অনুষ্ঠান করেন। একদিন বাইরের শিল্পীদেরও আনা হয়। আবাসনের প্রতিটা আবাসিককে অষ্টমী এবং নবমীর দিন, একদিন আমিষ এবং একদিন নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্হা করা হয়। বাকি দিনগুলোতেও ভোগ বিতরণ করা হয়। পুজোর চার দিন আবাসিকরা বাড়িতে কেউ রান্নাই করেন না। সব মিলিয়ে এই আবাসনের আবাসিকরা পুজোর ক দিন পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে দেবী বন্দনায় একাত্ম হয়ে যান।